আই.এ.এইচ.এস.

দু'টো ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

১৮ই জুলাই ১৯৯১ এবং ১৩ই আগস্ট ১৯৯১

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম
ডাঃ এ.এফ.এম. ইউসুফ

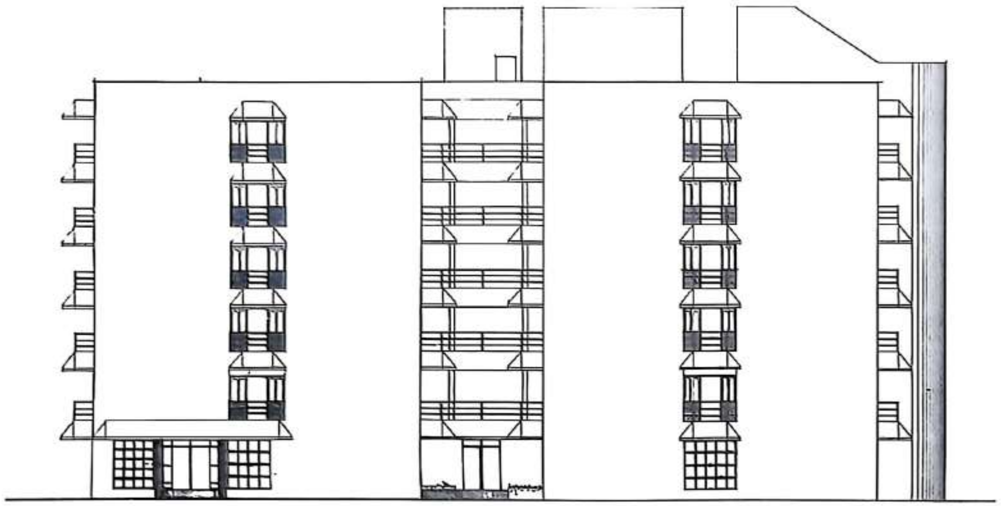

WEST ELEVATION.

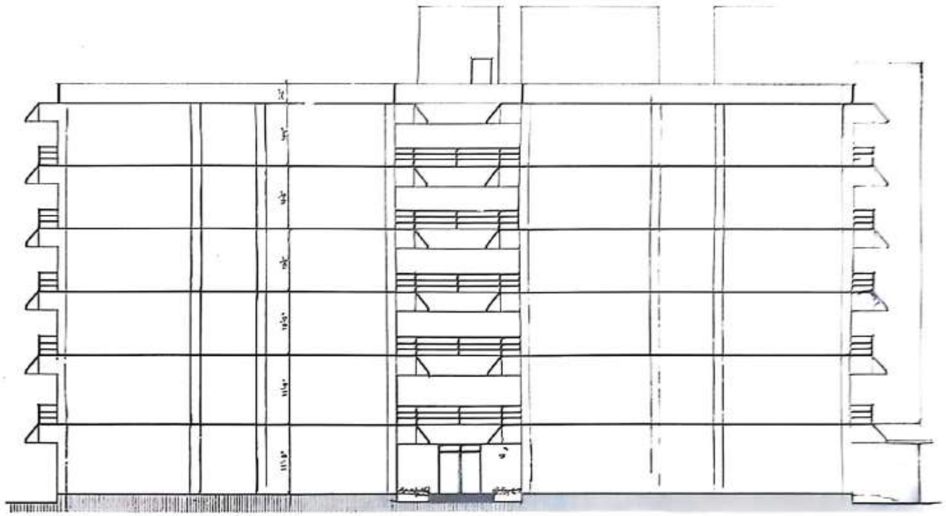

SECTION ON XX

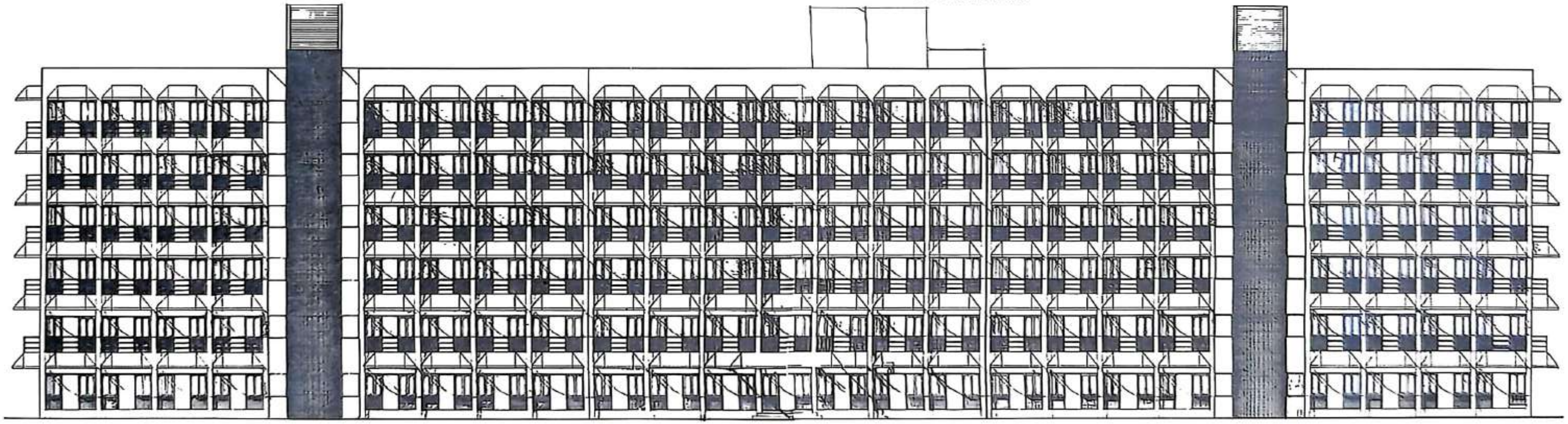

NORTH ELEVATION

IAHS

আই এ এইচ এস

ভূমিকা

দু'টো ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান নিয়ে এই সংকলন। একটি ইনস্টিটিউটের অপরটি মহিলা হোস্টেলের। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে এই দু'টো ঘটনা। স্বভাবতঃই যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা গৌরবের।

১৩ই মে ১৯৮৯ সালে ৪২ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আই.এ.এইচ.এস.এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫০। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আমাদের সফলতা সরকার এবং সমাজদরদী জনগণের সদিচ্ছার স্বাক্ষর। বিনামূল্যে জমি দান এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আমাদের প্রতি সরকারের সদিচ্ছা এবং সহানুভূতির সন্দেহাতীত প্রমাণ। নিতান্ত সম্বলহীন অবস্থায় শুরু করে আমাদের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির পেছনে আছেন জনসেবায় আগ্রহী দানশীল কিছু সম্মানিত ব্যক্তি। এঁদের নাম আই.এ.এইচ.এস. এর ইতিহাসে স্থান পাবে।

আপাতদৃষ্টিতে অনেকে উপলব্ধি করলেও কেউ কেউ হয়তবা এই প্রকাশনার পেছনে যুক্তি খুঁজে পাবেন না। যথাসময়ে ঘটনাপ্রবাহ নিরপেক্ষভাবে সঠিক লিপিবদ্ধ করা না হলে ইতিহাস বিপদের সম্মুখীন হয়। বিকৃত হয়ে যায়। যুগে যুগে এর প্রমাণ মেলে। ভবিষ্যতের বংশধরগণ আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত ইতিহাস অবগত হোক সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের এই সংকলন।

চিকিৎসা জগতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আগামী দিনের ঘটনাবলী আই.এ.এইচ.এস. এর ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল করে তুলুক, এই প্রত্যাশা রইল।

ডাঃ নুরুল ইসলাম
জাতীয় অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যান

ডাঃ এ.এফ.এম. ইউসুফ
ভাইস চেয়ারম্যান

আই.এ.এইচ.এস
আগস্ট ৩১, ১৯৯১

স্বাগত ভাষণ

জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, আই. এ. এইচ. এস।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী, বিশেষ অতিথি মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ, স্বাস্থ্য মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, অতিথিবর্গ এবং ছাত্র –ছাত্রী ভাই বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম,

বাংলাদেশের চিকিৎসা জগতের ইতিহাসে আজ একটা গৌরবময় দিন। এতে অংশ গ্রহণ করতে পেরে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি।

আজকের দিনটির তাৎপর্য একাধিক।

বিপদগামী রাজনীতির ফলশ্রুতি স্বরূপ সামাজিক অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে এসে সদ্যমুক্তি প্রাপ্ত নুতন সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন আমাদের। যুগের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে এখন পুণর্বাসন এবং পুনর্গঠন নিয়ে আমরা সকলেই বিরাট এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নিত্যনৈমিত্তিক সামাজিক অপরিহার্য চাহিদা পুরণে সীমিত সাহায্য নিয়ে প্রতিনিয়ত আমরা যে জঠিলতার সম্মুখীন হই আজকের দিনটি তার থেকে মুক্ত নয়। এ সকল নানা সমস্যা নিয়ে আমরা যখন গভীরভাবে চিন্তা করি, হঠাৎ যেন মনে হয় এর সামাধান নেই। পথের সন্ধান আমরা কোনদিনই পাব না।

বিগত কয়েকযুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে পিছনে ফিরে তাকালে মনে হয় আমরা কতকালই না হেলায় কাটিয়েছি। নিজেদের গোড়ামীর বদ্ধজালে আবদ্ধ রেখে একদিকে যেমন আমরা প্রগতিকে ব্যাহত করেছি, অন্যদিকে সমাজকে বঞ্চিত করেছি অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দু'একটা শহরেই সীমাবদ্ধ রেখে আমরা যাদের আওতায় রেখেছিলাম তারা হলেন ভাগ্যবান কিছু পরিবারের ছেলে–মেয়ে।

সাম্প্রতিক কালে এ গতি ধারার আমুল পরিবর্তণ এসেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার শ্লোগান "২০০০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য" এবং এ স্বাস্থ্য সকলের জন্য। এ লক্ষ্যে

পৌছাতে হলে অংশীদারিত্ব নিতে হবে সকলের। সরকার এবং জনগণের । শুধু সরকারের উপর নির্ভরশীলতা জাতিকে পঙ্গু করে তোলে। জনগণের সীমাহীন প্রত্যাশা, সরকারের বলগাহীন প্রতিশ্রুতি আমাদের সীমাবদ্ধতায় জটিলতা সৃষ্টি করে। আইন ও শৃংখলা বিঘ্নিত হয় ফলে সর্বক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। তা ঘটেছে বলে আমরা এখন মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে। বিলম্বে হলেও দিকে দিকে এখন শুভ সূচনা দেখা দিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে এখন প্রয়াসী।

মাননীয়া প্রধান অতিথি,

এমন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উৎসাহিত হয়ে আপনি সানুগ্রহে আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটা আপনার জন্য যত সুখের আমাদের জন্য তার চেয়েও অধিক গৌরবের। স্বনির্ভর হবার আপনার উদাত্ত আহবানে আমরা সাড়া দিয়েছি।

আই. এ. এইচ. এস জনগণের প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণে নিবেদিত। সরকারের আর্শির্বাদ নিয়ে এর যাত্রা শুরু। আজ আমরা যেখানে অবস্থান করছি তা রেল কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সরকারী অনুদান। পাশে যে টিনের শেড দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু। আমরা প্রমাণ করেছি বর্তমান সরকারের বেসরকারী উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ প্রদান কত যুক্তিসংগত এবং কত ফলপ্রসূ হতে পারে।

মাননীয়া প্রধান অতিথি,

আপনার মাধ্যমে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তাঁদের, যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন আমাদের শুভ সূচনার সন্ধিক্ষণে সম্বলহীন দিনগুলিতে। টি,কে ওয়েল মিলসের কালাম সাহেব অপ্রত্যাশিতভাবে দশ লক্ষ টাকার এটা চেক হাতে তুলে দিয়ে আমার মনে যে উৎসাহ এবং সাহসের সঞ্চার করেছিলেন তার পরিণতি আজকের এ অনুষ্ঠান। পরবর্তীতে সমাজ দরদী আরও যাঁরা আমাদের অর্থ যুগিয়েছেন সহযোগিতা করেছেন, সৎ উপদেশ দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন তাঁদের সকলের নাম এ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে।

আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাঁরা সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের পুরোভাগে আছেন,

১। জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী, এম, পি দশ লক্ষ টাকা।

২। জনাব কবির আনোয়ার	দশ লক্ষ টাকা ।
৩। জনাব এম, এ, কালাম	দশ লক্ষ টাকা।
৪। আনোয়ারা নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট	দশ লক্ষ টাকা।
৫। জনাব কবির আহমদ (দুবাই)	দশ লক্ষ টাকা।
৬। জনাব নাজিউর রহমান	পাঁচ লক্ষ টাকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের বিশেষ অবদানের কথা এখানে উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করি। ১৯৮৮ সালে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে অর্থ সাহায্য দেওয়ার পর কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে। পরবর্তীতে আরো কিছু সাহায্য আসায় বর্তমানে তাঁদের দানকৃত টাকার পরিমাণ বিশ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। আফ্রিকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী আবদুল খালেক মিয়া এবং তাঁর স্ত্রী সাবেরার মাধ্যমে আমরা এই টাকা পাই। এই টাকা লিল্লাহ হিসাবে দেয়া হয়েছে বলে ইসলামিক রীতিনীতি অনুসারে পরিকল্পিতভাবে খরচ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই টাকা অসহায় গরীবদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যয়িত হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমান ভাইদের আমরা এই জন্য আমাদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

উপদেশ, নির্দেশ, আলোচনা, সমালোচনায় যাঁরা কার্পণ্য করেননি তাঁদের পুরোভাগে আছেন গর্ভনিং বডি এবং একাডেমীক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ। আজকের এই সুযোগে আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের ছাত্র–ছাত্রীর অভিভাবকদের প্রতি অভিনন্দন জানাই তাঁদের উদারতার জন্যে। সম্মিলিতভাবে তাঁদের অনুদান আমাদের আয়ের অন্যতম উৎস। এ পর্যন্ত যা সাড়া পেয়েছি তার প্রমাণ আমাদের আশে পাশে। স্বভাবতঃই আমরা উৎসাহিত।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। প্রস্তর স্থাপনই প্রথম এবং শেষ পর্ব এমন ঘটনা বিরল নয়। বিরাট জাঁকজমকের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান পর্ব শেষ করে পরবর্তীতে বিলুপ্তি কিংবা তিরোধান হয়েছে এমন ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়ে। আজকে যে ভিত্তি প্রস্তর আপনি স্থাপন করবেন তার ভিত্তি সুদৃঢ়। এটা নতূন পরিবারের ভবিষ্যতের কল্পনার দুলাল নয় বরং যোগসূত্রের এক বলিষ্ঠ সন্তান। আপনার সহমর্মিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে একে আপনার হাতে তুলে দিতে। এ নবজাতক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াবে। দিনে দিনে সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে আমাদের প্রাণ জুড়াবে। সেটা কোন কল্পনাই নয়, বাস্তবে রূপ নিবে এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ তাকে এমন একজনের হাতে তুলে দিলাম যেখানে প্রাণের টান আছে। মাতৃত্বের গৌরব আছে। ত্যাগের মহিমা আছে।

মাননীয়া প্রধান অতিথি,

আপনার উপর এমন একটা গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে আমরা পিছুপা হব না এ আশ্বাস দিতে পারি। যে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তাকে সুসংহত করে আমরা এগিয়ে যাব।

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমাদের সম্মানিত বিশেষ অতিথিদ্বয়ের কথা না বললে ন্যায় নীতির মাপকাঠিতে অন্যায় করা হবে। আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের পিছনে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ছিল। তাতে শক্তি যুগিয়েছেন আমাদের কৃতী সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা অলি আহমদ। সহজ সরল আপাতঃদৃষ্টিতে কর্কশ এ লোকটির পিছনে কত কোমলতা লুকায়িত আছে অনেকেরই হয়ত তা অজানা। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে দেখবার জানবার এবং বুঝবার সুযোগ আমার হয়েছে। মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে তাকে যেমন ক্ষমতার পাশে দেখেছি, দারুণ বিপর্যয়ের দিনে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, সর্বশক্তিমানের উপর নির্ভরশীলতা তাঁকে হতাশ হবার সুযোগ দেয়নি। তাঁর সফলতা এবং আপনার পাশে অবস্থান যে মহা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে সেটা হল বিলম্বে হলেও সততা সফলতা আনে।

মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের প্রচেষ্টায় শরীক হতে, স্বাস্থ্য দপ্তরের বরাত দিয়ে নয়। তাঁর উপস্থিতি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর পরিবারের ঐতিহ্যের কথা। ছাত্র জীবনে কলকাতা মেডিকেল কলেজে থাকা অবস্থায় অবিভক্ত বাংলার মুসলিমলীগের কর্মী হিসেবে তাঁর জন্মদাতা মোহন মিয়াকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। রাজনীতির উত্থান পতন আছে সত্য, পূর্বসুরীর অবদান উত্তর সূরীর জন্যে কতটা সহায়ক জনসংযোগ তাঁদের কতটা প্রাণবন্ত মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী তারই উদাহরণ।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ,

আমার বর্ননায় হয়ত কেউ কেউ অতিরঞ্জনের আভাস পাবেন, আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। আমার জীবনে এমন একটি দিনে নির্ভেজাল সত্যকে আমি গোপন রাখতে পারব না। যে যাই বলুক।

বক্তব্য শেষ করার আগে আর একটা জলন্ত সত্যকে সকল দায়িত্বশীল নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দলের সামনে তুলে ধরতে চাই। সরকারের নিকট আমদের প্রত্যাশা আছে, থাকবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে

অবহেলা করে বলগাহীন প্রলোভনকে যদি প্রশ্রয় দিই নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি সজাগ না হই, সহমর্মিতা যদি আমাদের সহগামী না হয় সমস্যাই আমাদের সম্বল হয়ে দাঁড়াবে, সমাধান নয়। স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমাদের প্রয়োজন এবং চাহিদার সীমা নেই। সকলের জন্য স্বাস্থ্য আমাদের শ্লোগান, আমাদের স্বপ্ন সকলেরই কাম্য। যদি বলি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সদয় সরকার এর সুরাহা করবে তাহলে আমরা কল্পনার রাজ্যে বাস করব। সরকারের একার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান কোন দিনই সম্ভব নয়, হতেও পারে না। বস্তুতঃ সকল সমস্যা সমাধানে সরকার এবং জনগণ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। উভয়েরই এখানে দায়িত্ব। জনবহুল বাংলাদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বর্তমান সংকটময় অবস্থায় বেসরকারী উদ্যোগকে ভূমিকা পালন করতেই হবে।

মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী,

আপনি জনগণের প্রতি বেসরকারী উদ্যোগে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি সময়োপযোগী। রাজধানী ঢাকা নগরী, বন্দনগরী চট্টগ্রাম স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারী উদ্যোগের সফলতার নির্দশন রেখেছে। ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, রেড-ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, ঐতিহাসিক ন্যাশনাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউট এবং সাম্প্রতিককালে বার্ডেম ঢাকায় এর স্বাক্ষর বহন করে। বন্দরনগরী চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল, লায়ন্স হাসপাতাল, লায়ন্স চক্ষু হাসপাতাল এবং আমদের পাশে সগর্বে দাড়িয়ে থাকা আই, ইনফারমারী এমনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের দুটো চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি ঢাকায় আর একটি চট্টগ্রামে। স্বল্পকালের মধ্যে দুটোর অগ্রগতি জনগণকে উৎসাহিত করেছে। শুধু আর্থিক অনুদান নয় তাদের সহযোগিতা আমাদের গতিপথে শক্তির সঞ্চার করেছে। আমাদের এই ইনস্টিটিউট বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। জনসাধারণ এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবৎসর আমরা ভর্তি করি পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী। বর্তমানে এদের সংখ্যা একশত পঞ্চাশ। চাহিদা অনুসারে শিক্ষকের অভাব নেই বললেই চলে। তবুও সমঝোতার মাধ্যমে সরকারী মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের এখানে অংশ গ্রহণ তাঁদের সময় এবং অভিজ্ঞতার সদব্যবহারের সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা উভয়ে লাভবান হব। ছাত্র সমাজ এতে উপকৃত হবে একাধিক প্রতিষ্ঠানের জড়িত থাকার রেওয়াজ পশ্চিমাদেশগুলোতে বহুল প্রচলিত। আমাদের এখানেও তার প্রচলন শুধু সমঝোতার সৃষ্টি করবে না, শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। প্রশাসনিক পর্যায়ে স্বীকৃতি দিলে এই ব্যাপারে আরো উন্নতি হবে।

সরকারী শিক্ষকদের অংশগ্রহণ এভাবে যেমন বিশেষ কার্যকরী হবে তেমনি উপকৃত হবে কিছু কিছু সরকারী হাসপাতাল। এগুলো এখন নানা কারণে কিছুটা অবহেলিত। দক্ষ জনশক্তির অভাব এর অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষক আছে, ছাত্র আছে, অন্যদিকে হাসপাতালের সীমাবদ্ধতা আছে, সেটা কাটিয়ে উঠা সময়ের ব্যাপার।

আমাদের ছাত্র শিক্ষক জনশক্তিকে হাসপাতালগুলোতে প্রশিক্ষণ চালাবার সুযোগ দিলে বর্তমান অবস্থার আমুল পরিবর্তণ হবে। একদিকে যেমন চিকিৎসার মান বাড়বে অন্যদিকে শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ উপকৃত হবে। রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে এরা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জণ করতে পারবে। আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই পোর্ট হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল এবং শিশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবের সমর্থণে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালকে একইভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি।

মাননীয়া প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদ্বয়,

এবার আপনাদের নিকট আবদারের সাথে কিছু আবেদন রাখবো। আই, এ, এইচ, এস এর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে শহরের নানা হাসপাতালে যাতায়াতের কথা আগেই বলেছি। শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে সরেজমিনে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য গ্রামে, উপজেলা, এবং থানা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্বভাবতই যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার প্রশ্ন উঠে। দুটো মাইক্রোবাস আমাদের নিতান্তই প্রয়োজনীয় হলেও কিছুটা আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে আমরা তা দিতে পারিনি। রিকসা, বেবী টেক্সির ঝুঁকি নিয়ে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা বিপদ এড়াতে পারে না বলেই আমাদের ভাবনা। বিষয়টি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করার দাবী রাখে।

কয়েক মাসের ব্যবধানে আমরা হাসপাতালের কাজ চালু করতে পারবো বলে আশা রাখি। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় আমাদের এই আশা নিতান্তই অমুলক নয়। এখানে সেবিকাদের বাসস্থান অপরিহার্য। ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায়ও আবাসস্থান থাকা বাঞ্ছনীয়। সেবিকাদের সঙ্গে ছাত্রীদের সহ-অবস্থান সৌহাদ্যের সৃষ্টি করে। চিকিৎসক এবং সেবিকাদের কৃত্রিম ব্যবধান লোপ পায়। এই ধরণের ব্যবস্থা একই উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিককালে নানা দেশে চালু হয়েছে। এই জন্য বিস্তৃত এলাকা জুড়ে দ্বিতল-বিশিষ্ট বহু বিলাস ভবন আমরা চাই না, শুধু দু-চার বিঘা

জমির উপর বহুতল বিশিষ্ট দুটো ভবন সেবিকা, ছাত্রী, মেট্রোন, বিবাহিত আবাসিক চিকিৎসক, সার্বক্ষণিক চিকিৎসক মণ্ডলী এবং তত্ত্বাবধায়কের স্থান সংকুলান করবে। চাহিদার তালিকা সম্প্রসারিত করা সহজ। সরকারের উপর এক ধাপে অনেক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া আমরা সংগত মনে করি না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে, আমরা আপনাদের শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হব না।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

আপনাদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানের শুধু প্রাণ সঞ্চার করে নাই আমাদের এগিয়ে চলার পথে বিরাট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যারা আর্থিক সাহায্য দিয়ে আমাদের টিকে থাকার এবং এগিয়ে চলার শক্তি যুগিয়েছেন, তাদের ঋণ আমরা শোধ করতে পারবো না। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরো অনেকে এগিয়ে আসবেন বলে আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।

শুধু অর্থই একমাত্র শক্তির উৎস হতে পারে না। আমাদের সঠিক পথে চলার নির্দেশ আপনারাই দিতে পারেন। এটা পাবার দাবী আপনাদের সকলের উপর রইল। আপনাদের সোহাগ পেলে শাসনও আমরা মাথা পেতে নেব।

মাননীয়া প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

আমার জীবনের দুটো ঐতিহাসিক ঘটনার অপূর্ব সংমিশ্রণের কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

১৯৭৮ সালের মরহুম জিয়াউর রহমান ঢাকা-টাংগাইলের টানাহেঁচড়ার যবনিকা টেনে আই, পি, জি, এম, আর-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন আমার অনুরোধে ঢাকায়। আমি তখন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। আয়োজনে সাহায্য করেছিলেন কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ এবং অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে এসেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। আমার প্রাণপ্রিয় এ দুটো প্রতিষ্ঠানে আপনাদের দুজনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্থাপন যেন সৃষ্টি কর্তার করুণার বিশেষ ইঙ্গিত।

দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে প্রধান অতিথি **মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া** শেষ মুহূর্তে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের কর্মসূচী বাতিল করতে বাধ্য হন। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী **কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমেদ** এবং মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী **চৌধুরী কামাল ইব্‌নে ইউসুফ** বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর নির্দেশে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করেন। আমরা আনন্দের সাথে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়ে তাঁর লিখিত বক্তব্য আইএএইচএস'এর ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এখানে পত্রস্থ করলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণ

বেগম খালেদা জিয়া

মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি,

জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম,
উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীগণ।

আস্‌সালামু আলাইকুম,

সাম্প্রতিককালে বেসরকারী উদ্যেগে দেশে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের একটা প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করছি। আমরা এ প্রয়াসকে স্বাগত জানাই। আপনারা জানেন, আমাদের বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সকল মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চিকিৎসা জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। দেশের সকল মানুষের জন্য এই মৌলিক অধিকারটি নিশ্চিত করা যে কি বিরাট ও কঠিন কাজ তা আপনারা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। বাংলাদেশে জনসংখ্যা ও চিকিৎসকের আনুপাতিক হার অত্যন্ত নিম্ন। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদিও অপ্রতুল। এ পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যা প্রয়োজন তা হল, চিকিৎসা ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুদক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা। আর তা' শুধুমাত্র সরকারী তথা রাষ্ট্রীয় প্রয়াসে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় সরকারের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে। আর তা' ছাড়া অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উদ্যোগেও সম্পদ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এ দিকে দুই হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতেও আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ জন্যই সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগও কাম্য।

সুধীবৃন্দ,

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানটি একটি বেসরকারী উদ্যোগের ফসল। যারা এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছেন, আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করবো, আপনাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, সমাজের অন্যান্য ভাগ্যবান বিত্তশালীরাও এগিয়ে আসবেন। তাদের কাছে আমার আবেদন, দেশ ও সমাজ আপনাদের যা দিয়েছে, তার একটা ভগ্নাংশ দিয়ে, দেশের মানুষের রোগ–ব্যাধি উপশমের মাধ্যমে সুস্থ ও উন্নত জীবন প্রদানে আপনারাও আপনাদের অবদান রাখুন। শুধু মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় আপনারা যেমন সাহায্য করতে পারেন, একইভাবে তেমনি দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে আপনারা আপনাদের নিজেদের নামে অথবা কোন আত্মীয়স্বজনের নামে বা স্মৃতিতে, একটি তহবিল দান করতে পারেন। যে সকল দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন মানুষ জটিল ব্যধির শিকার অথচ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারছেন না, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা এই তহবিলের আয় থেকে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

এই ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক তথা শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে আমার বিশেষ নিবেদন – আপনারা যেমন একদিকে চিকিৎসক তৈরী করবেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে রোগগ্রস্ত ও ভাগ্যাহত মানুষের চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করবেন। আপনাদের দরজা থেকে যেন কোন চিকিৎসা–প্রার্থী বিমুখ হয়ে ফিরে না যায়। তিনি যদি সমর্থ হন চিকিৎসার ব্যয়ভার অবশ্যই বহন করবেন। তবে যিনি অপারগ তার কথা আপনারা অবশ্যই সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে আমি আশা করবো।

পরিশেষে আমি এই ইনস্টিটিউটের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ছাত্র–ছাত্রীদের সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচনের পর। ডানদিক থেকে প্রথম সারিতে ডাঃ এ.এফ.এম. ইউসুফ, জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম, কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ, বীর বিক্রম মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী, চৌধুরী কামাল ইব্‌নে ইউসুফ মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী, দুই জন ছাত্র, অধ্যাপক সিদ্দিক উল্লাহ, অধ্যাপক নূর–উন–নবী, অধ্যাপক আবদুল ওয়াদুদ।

ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচনের পর মোনাজাত।

বিশেষ অতিথির ভাষণ

চৌধুরী কামাল ইব্‌নে ইউসুফ
মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম,

এ অনুষ্ঠানের সভাপতি সাহেব, উপস্থিত অত্র এলাকার জনপ্রিয় নেতা মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ সাহেব, উপস্থিত জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম সাহেব, শিক্ষক মহোদয়গণ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত সুধীবৃন্দ আস্‌সালামু আলাইকুম।

আজকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল, দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এত সুন্দর একটা ইনস্টিটিউট হচ্ছে এটা আমার ধারণা ছিল না। এদেশ গরীব কিন্তু এর জনসংখ্যা হলো প্রায় ১২ কোটি। আমাদের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ দিয়ে সরকারের একার পক্ষে কোন সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। তথাপি সরকারের পক্ষে যা সম্ভব তা আমরা করছি এবং করব। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার চাচ্ছে বেসরকারীভাবে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেশের বিভিন্নস্থানে এইরূপ প্রাইভেট ইন্সটিটিউট গড়ে উঠুক। আজকে এখানে, এই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, আমার দ্বারা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দ্বারা যদি আপনাদের কোন উপকার করার সুযোগ পাই ইনশাআল্লাহ আমি তা করতে বিন্দুমাত্র পিছপা হব না। এটা শুধু সরকারের সুনামের জন্যই নয়।

একথা সত্যি আজকের এই পৃথিবীতে সবার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ব্যাপক বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে। ডাঃ নূরুল ইসলাম আজকে শুধু একজন নামকরা ডাক্তারই নন, তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। উনার জীবনে এটা খুব গর্বোচিত হতে পারে। জীবদ্দশাতেই তিনি এক বিরাট ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। । উনার মত একজন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে আজকে এমন একটা

সুন্দর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাতে আমরা গর্বিত এবং সরকারও গর্বিত। আমি আবারও আশ্বাস দিচ্ছি, "আমাদের সীমিত সম্পদের ভিতরেও আইনের মাপকাঠিতে আমাদের দ্বারা যা যা করা সম্ভব আমরা সবকিছু করব। আপনারা এখানে আমাকে একখানা এম্বুলেন্স দেওয়ার জন্য বলেছেন। আপাততঃ আমাদের কাছে এম্বুলেন্স নেই। আমি কথা দিচ্ছি যেটা প্রথম আসবে সেটা আপনারাই পাবেন, এই ইনস্টিটিউটই পাবে।

আজকে আমি আপনাদের আর একটি বিষয়ে বলতে চাই। আমি ডাক্তার নয়, বলতে পারেন এই বিষয়ে আমি অজ্ঞ। আপনারা এখানে অনেক ডাক্তার আছেন, যারা উচ্চ শিক্ষিত অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার যে অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগতভাবে এদেশে যারা ডাক্তার, যারা বয়োঃজৈষ্ঠ খুব মেধাবী লোক, তাদের যে দক্ষতা এবং আন্তরিকতা এবং চিকিৎসক হিসাবে তাদের মান পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের চিকিৎসদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম যে উনাদের এত দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা থাকা সত্বেও থাকা সত্বেও হাসপাতাল এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গুলোর বড় নাজুক অবস্থা। বিশেষ করে সরকারী হাসপাতাল গুলিতে খুব খারাপ অবস্থা। কোথায় জানি একটা গলদ আছে, নিঃসন্দেহে তারা খুবই দক্ষ এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক কিন্তু কোথায় যেন গলদ রয়েছে। ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে তারা দূর্বল। আমি অনুরোধ করবো, যারা এখানে ডাক্তার আছেন, বিশেষ করে ডাঃ নূরুল ইসলাম সাহেবকে, দয়া করে একটু তলিয়ে দেখুন কেন সরকারী হাসপাতাল গুলো ঠিকমত চলছে না। আমি জানি, আমাদের সম্পদ সীমিত। কিন্তু এ সীমিত সম্পদের ভিতর দিয়েও অন্তত কিছুটা উন্নত মানের হতে পারে। আমার অনুরোধ থাকলো, আপনারা যারা অভিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, খুজে বের করুন কেন হাসপাতাল গুলো ভালভাবে চলছে না।

আমি আর বেশী সময় নিব না, কর্ণেল অলি আহমদ সাহেব বিস্তারিত বলবেন। আমি খুবই আনন্দিত এবং সত্যিই কৃতজ্ঞ এই জন্য যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে এত সুন্দর একটা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এটা আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। আবারো আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এই প্রতিষ্ঠান যাতে আস্তে আস্তে আরো বড় হয়, সুন্দর হয়, তার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মঞ্চে অতিথিবৃন্দ। ডানদিক থেকে জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম (দন্ডায়মান), মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ বীর বিক্রম,অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ (দন্ডায়মান), ডাঃ এ.এফ.এম.ইউসুফ।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের একাংশ।

বিশেষ অতিথির ভাষণ

কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ, বীর বিক্রম
মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী

সম্মানিত সভাপতি, সহকর্মী মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমাদের চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশনের মেয়র জনাব নাসির উদ্দীন সাহেব, বাংলাদেশের অত্যন্ত সুপরিচিত আমাদের সম্মানিত মুরুব্বি অধ্যাপক নুরুল ইসলাম সাহেব, এই ইনস্টিটিউটের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, অভিভাবককৃন্দ, আমন্ত্রিত সুধীমণ্ডলী আস্‌সালামু আলাইকুম।

জাতীয় অধ্যাপক সাহেব হয়ত সময়ের স্বল্পতার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। আমার উচিত হবে সেই দুটি বিষয়ে জানানো। ডাঃ ইসলাম সাহেবের নিজ হাতে গড়া পিজি হাসপাতালের আজকের যে নতুন ভবন, তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। আজ উনার হাতে গড়া এই ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন আমাদের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এটি একটা বিরাট অলৌকিক যোগসূত্র। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ১৯৭৮ সালে তিনি পিজি হাসপাতালের পরিচালক থাকাকালীন উনাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম যে, "পৃথিবীতে অনেক মানুষ আপনার দ্বারা উপকৃত হয়েছে, আপনি অনেক পুস্তক লিখেছেন, কিন্তু চট্টগ্রামের মানুষের জন্য বা আমাদের যারা ছেলেমেয়েরা আছে তাদের জন্য যা করেছেন, তার চেয়ে আরো বেশী কিছু সকলের প্রত্যাশা। এমন একটি প্রতিষ্ঠান করে যান, যেটাকে অবলম্বন করে এই এলাকা তথা এই দেশের মানুষ তাদের কাজের মাধ্যমে আপনার চিন্তাধারাকে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। সেদিন আমি আরো বলেছিলাম, "চট্টগ্রামে একটা বড় হাসপাতাল, এমনকি একটা বড় প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আপনার নেতৃত্বে হওয়া উচিত।" সেদিন তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর পরই তিনি পদক্ষেপ নেবেন। সেই দিনের সেই চিন্তার ফলশ্রুতি হচ্ছে আপনাদের সামনে আজকের এই প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অর্থাৎ আই. এ. এইচ. এস। এহেন সৎ

প্রচেষ্টার পরামর্শদাতা হিসাবে আমি আজ গর্ববোধ করি। এবং এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামকে আমি আমার নিজের তরফ থেকে এবং নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের তরফ থেকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমি আনন্দিত। মানুষের মৌলিক চাহিদা সমূহের মধ্যে চিকিৎসা অন্যতম, চিকিৎসা ব্যবস্থা অন্যতম। জনগণের সুস্বাস্থ্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সুখী, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন। সেই কর্মসূচীর মধ্যে জনগণের জন্য উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার ছিল।

আমাদের দেশে লোকসংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা অনেক কম। এর অন্যতম কারণ প্রয়োজনের তুলনায় মেডিকেল কলেজের সংখ্যা কম। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া সর্বপ্রথম এ বাস্তবতা উপলব্দি করতে পেরে দেশে আরো মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন। তিনি বলেছিলেন, "কুমিল্লাতে একটি মেডিকেল কলেজ হলে দিনাজপুরে আরও একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। বিগত ৯ বছর স্বৈরাচারী শাসনের সময় সেগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ লাভ করতে পারেনি। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, "সরকারী উদ্যোগে কুমিল্লা ও দিনাজপুরে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার। খুব শীঘ্রই আমাদের সরকার এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবেন। পরবর্তীতে সরকার খুলনাতেও আরেকটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নেবেন।

বর্তমানের নির্বাচিত বি,এন,পি সরকার শহীদ জিয়ার আদর্শ ও কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। আপনারা যারা বেসরকারী উদ্যেগে দেশে চিকিৎসক তৈরীর এ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ,

অর্থ উপার্জনের সাথে সাথে ডাক্তারী একটি মহৎ সেবামূলক পেশাও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশের অনেক চিকিৎসকই গ্রামে যেতে কিংবা গ্রামে থাকতে চান না। যখন উনাদেরকে পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পোস্টিং করা হয়, উনারা সেখান থেকে বেতন নেন ঠিকই কিন্তু থাকেন বেশীর ভাগ সময়ে শহরে। শহরে থাকার এই প্রবণতা দূর করতে হবে। আজকে

আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরা যারা শিক্ষিত সমাজ, যাদের উপর দায়িত্ব এই গরীব জনগণকে সাহায্য করা, সেবা করা, তাদেরকে অবশ্যই শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়ার জন্য নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। শিক্ষিত সমাজের বিশেষ করে ডাক্তারদের শহরে থাকার প্রবণতা দেশের জনগণের মোটেই কাম্য নয়। আপনারা যারা এ মহৎ প্রতিষ্ঠান, এই চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ডাক্তার হয়ে বেরুবেন, আমাদের গ্রামের গরীব সাধারণ মানুষের সেবা আপনারা করবেন – এ আমার প্রত্যাশা।

বিগত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছাসের পর দূর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ায়ে ডাক্তারগণ মানুষের সেবায় যে আত্মনিয়োগ করেছেন তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আপনাদের অনেকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনারা সার্কিট হাউজে গিয়ে আমাকে বলেছিলেন, "গাড়ীর ব্যবস্থা করুন দূর্গত এলাকায় যাবো।" মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যিনি এখানে উপস্থিত আছেন তার কাছেও আমি বহুবার আপনাদের এ নিবেদিত সেবার কথা বলেছি। শুধু দূর্যোগের সময় নয়, সদা সর্বদাই আপনারা দুঃস্থ মানুষের নিবেদিত সেবায় এগিযে আসবেন এই আমাদের আবেদন।আপনারা টাকা নেন, ফিস নেন, এতে কোন আপত্তি নাই। যার যেটা পাওনা, অবশ্যই নিতে হবে। মানুষের সেবা করা থেকে যদি দূরে সরে যান, তবে আপনাদের প্রতি আমাদের তথা সরকারের যে দায়িত্ব সেটা থেকে আমরাও দূরে সরে যাবো।

সুধীবৃন্দ,

শুধু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্ভব নয়। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন, দেশকে পূর্ণাঙ্গভাবে সমৃদ্ধ করতে হলে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ ও প্রয়াস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। উন্নত বিশ্বে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে অনেক মহৎ কাজ সাধিত হয়েছে। আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানকে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল সহযোগীতা দান করবো। এবং এটার প্রমাণ ইতিমধ্যে আপনারা পেয়েছেন। রেলওয়ে মন্ত্রণালয় থেকে ইতিমধ্যে তিন একর জায়গা কোন পয়সা ছাড়াই আপনাদের এ ইনস্টিটিউটের জন্য দেয়া হয়েছে। আপনারা আরো দু/চার বিঘা জমি চেয়েছেন। শুধু দু'চার বিঘা নয়, প্রয়োজনে আরো বেশী দেব। জায়গা আমাদের জন্য সমস্যা নয়। আমরা চাই আপনারা এই প্রতিষ্ঠানকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলুন। যদি সম্ভব হয় ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আপনারা নেন। এই জন্য যতটুকু জায়গা প্রয়োজন, আমরা দেব। ছাত্র ছাত্রীদের ওয়ার্ডে রোগী দেখার যে

অসুবিধা ছিল, সেই ব্যাপারে জাতীয় অধ্যাপক সাহেব আমার অফিসে গিয়ে একদিন আলাপ করে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হাসপাতালে ছাত্রছাত্রীদের রোগী দেখার ব্যবস্থা না থাকলে স্বীকৃতি পেতে কিছুটা অসুবিধা হবে। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সাহেবকে আমার অফিসে আমন্ত্রণ জানায়েছিলাম। জাতীয় অধ্যাপক এবং ভি.সি সাহেবকে আমি সামনা সামনি বসায়ে সে সমস্ত অসুবিধা ছিল সেগুলো দূর করার জন্য আলোচনার মাধ্যমে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। রোগী দেখার জন্য হাসপাতালের যে অসুবিধা ছিল সেটা পূরণের জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধা আমরা "রেলওয়ে হাসপাতাল" কে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। আমাদের অনেক সমস্যা রয়েছে। আমি আগেই বলেছি সরকারের একার পক্ষে সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার সমাধান সম্ভব। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের পর আমাকে বলা হয়েছিল এই ইনস্টিটিউটের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কলেজের কর্তৃপক্ষ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে পূর্ণোদ্যমে ক্লাস শুরু করতে সক্ষম হয়েছে। তার জন্য ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষকে আমার নিজের তরফ থেকে এবং বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আজকে মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী এখানে আসার কথা ছিল। আপনারা জানেন নিম্নচাপ সৃষ্টির কারণে আবহাওয়া বেশ দূর্যোগপূর্ণ। কালকেও তিন নম্বর বিপদ সংকেত ছিল। মাননীয়া প্রধান মন্ত্রীর আজকে এই অনুষ্ঠান ছাড়াও সন্দীপ, আনোয়ারা, বাঁশখালী, চকরিয়া, কুতুবদিয়া যাওয়ার কথা ছিল। এই অনুষ্ঠান ছিল উনার আজকের সর্বশেষ প্রোগ্রাম। আমরা আবহাওয়ার রিপোর্ট নিয়ে জানতে পারলাম বিভিন্ন উপজেলায় যে সমস্ত জায়গায় হেলিকপ্টার নামার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সে সব জায়গা পানি এবং কাদায় একাকার হয়ে গেছে। প্রোগ্রাম করা কিছুতেই সম্ভব নয়। হেলিকপ্টার নিয়ে এইরূপ খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে এখানে আসা ও সম্ভব ছিলনা। আমরা মনে করেছি, আমরা যদি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হই তবে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। যারা এটার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন অতীতে, এখনও হয়তো বা সক্রিয় আছেন, তারা মনে করতেন জাতীয় অধ্যাপক যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তার সাথে সরকারের একাত্মতা নাই। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ আবহাওয়ার মধ্যে আমি, আমার সহকর্মী স্বাস্থ্যমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ সাহেবকে নিয়ে এখানে এসেছি। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। যারা প্রথমবার প্লেনে এসেছেন এবং ঐ প্লেনের মধ্যে ছিলেন জানিনা তাদের কি অবস্থা হয়েছিল।

বাতাসের প্রবল ধাক্কায় অনেকটা দোলনার মত অবস্থা হয়েছিল। কোন কোন সময় প্লেন হঠাৎ করে প্রায় ৫০০ ফুট উপরে উঠে যায় আবার দপ করে ৫০০ ফুট নীচে নেমে যাচ্ছিল। যা হোক আপনাদের সাথে সরকারের একাত্মতা ঘোষণার জন্য সরকারের তরফ থেকে সর্বাঙ্গীন সাহায্য ও সহযোগীতার কথা আপনাদের জানানোর জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি।

আমার সহকর্মী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ সাহেবের কাছে আপনারা এম্বুলেন্সের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন শুধু এম্বুলেন্স নয়, যা কিছু প্রয়োজন যথাসম্ভব দেয়া হবে। তবে সরকারের প্রত্যাশা হচ্ছে, "সুস্থ সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে আপনারা লেখাপড়া করবেন।" দুইদিন আগে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ডাক্তারদের মধ্যে যে গণ্ডগোল হয়েছে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক এটা সাপোর্ট করতে পারে না। এটা একটা নিন্দার ব্যাপার। ঘৃণার ব্যাপার। যারাই করেছেন, তাঁরাই ত আগামী দিনের ডাক্তার হবেন! তাই বলি মনোবল, মনমানসিকতা এখন থেকে সেভাবে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে যাতে আদর্শ ডাক্তার হতে পারেন। জাতি সেটাই আপনাদের নিকট প্রত্যাশা করে।

সূধীবৃন্দ,

এখানে এসে কিছু বিষয়ে আমি জেনেছি। সাংবাদিক ভাইদের আমি অনুরোধ করবো এই সব বিষয়ে লেখার জন্য। আমি শুনেছি কিছু কিছু ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে চাউলের দামসহ নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করেছে। তাদের কাছে আমরা অনুরোধ করব অহেতুক যেন কোন জিনিষের দাম বাড়ানো না হয়। পাশাপাশি সরকারী তরফ থেকে আমরা খোলা বাজারে চাউল বিক্রির জন্য নির্দেশ দিয়েছি। চট্টগ্রাম জেলার সর্বত্র খোলাবাজারে চাউল বিক্রি করা হবে। আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি সয়াবিন তেলের দাম কোন প্রকারে ২৬ টাকার উপরে যেন না যায়। যারা অধিক দামে বিক্রি করছে তারা দেশের ক্ষতি করছে। তাদেরকে আমরা অনুরোধ করবো মেহেরবাণী করে আপনারা সরকারের সাথে সহযোগিতা করুন, জনগণের প্রতি মায়ামমতা দেখান। আপনাদের ভালবাসা শুধু এসমাগলিং, কালোবাজারীতে সীমাবদ্ধ না রেখে জনগণের সেবায় এগিয়ে আসুন। এটাই সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের অনুরোধ। মনে রাখবেন কঠোর ব্যবস্থ্যা নেয়া হবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে। আমি শুনেছি বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাটের অবস্থা ভাল নয়। কালুঘাট ব্রিজে আসার সময় কেউ একজন বলেছিল, "যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ঠিকভাবে কাজ করছে না।" অনেকের হয়ত ধারণা যে, রাস্তাঘাট বলতে বুঝায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। আমি, আপনাদের জানাতে চাই, "পৌর কর্পোরেশনের মধ্যে

যে সমস্ত রাস্তাঘাট আছে সেগুলো ঠিক করার দায়িত্ব হচ্ছে মেয়র সাহেবের। উপজেলা হতে জেলা সদরের সংযোগকারী রাস্তাগুলোই হলো আমার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। সেগুলোতে যদি কোন গর্ত হয়, অবশ্যই আমাকে দোষারোপ করবেন। অন্য জায়গার গর্তের জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন না। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবারো এই মহৎ উদ্যোগ সফল হউক এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

শুভেচ্ছা ভাষণ

ডাঃ এ. এফ. এম. ইউসুফ
ভাইস চেয়ারম্যান, আই.এ.এইচ.এস

সম্মানিত সভাপতি, আজকের এই অনন্য অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বিশেষ অতিথিদ্বয় মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব অলি আহমদ বীর বিক্রম ও মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ। উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও আই.এ.এইচ.এস–এর ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবকবর্গ আস্সালামু আলাইকুম।

জাতীয় অধ্যাপক নূরুল ইসলাম তাঁর স্বাগত ভাষণে এ প্রতিষ্ঠানের জন্মের ইতিহাস, এর আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করেছেন। আমার বক্তব্যে প্রথমতঃ একজন চট্টগ্রামবাসী হিসেবে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে দু'একটি বক্তব্য তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের গণমানুষের আশা–আকাংখার মূর্ত প্রতীক, যাঁর সততা এবং সাহস বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে অন্যায় ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ দিন সংগ্রাম করতে, যাঁকে বাংলার মানুষ তাদের ভালোবাসা দিয়ে বরণ করে নিয়েছে সেই জননন্দিত নেত্রীর সদয় অনুমতি প্রার্থনা করছি।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী,

শান্তিতে ও সংগ্রামে চট্টগ্রামের মানুষ বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার মহানযুদ্ধ এই চট্টগ্রামের মাটি থেকে সগৌরব ঘোষণার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরউত্তম।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর শহীদ জিয়া দুটি ব্যতিক্রম ধর্মী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেছিলেন। তার একটি হচ্ছে জমিয়তুল ফলাহ মসজিদ কমপ্লেক্স এবং অপরটি আজকের এই অনুষ্ঠান যেখানে হচ্ছে তারই পাশে প্রতিষ্ঠিত চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র।

সমাজ সেবার অঙ্গ হিসেবে স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রামে বিভিন্ন নিরিখে কিছু কাজ হয়েছে। যা প্রাসঙ্গিকভাবে আপনার সদয় অবগতির জন্য তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করছি।

পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠান চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধানতঃ দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান জাতীয় অন্ধকল্যাণ সমিতি চট্টগ্রাম এবং পশ্চিম জার্মানীর একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতায়। বাংলাদেশ সরকার ও পশ্চিম জার্মাণ সরকার এর আনুকূল্য এবং দুইদেশের দুই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতার এক সফল দৃষ্টান্ত এ প্রতিষ্ঠানটি।

এ জায়গা থেকে অনতিদূরে রয়েছে লায়নস দাতব্য চক্ষু হাসপাতাল। সম্পূর্ণ বেসরকারী পর্যায়ে এ দেশীয় লায়নস ক্লাবসমূহ এবং কানাডার একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্ধত্ব নিবারণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এতে সরকারের কোন ভূমিকা নেই।

এই চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল আমাদের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল কমিটির উদ্যোগে এবং আমাদের নিজস্ব সরকারের আনুকূল্য ও সমর্থণে। কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থার কোন ভূমিকা এখানে নেই।

সংলগ্ন একই এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ কিডনী ফাউণ্ডেশন এর উদ্যোগে কিডনীরোগের প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও গবেষণার জন্য হাসপাতাল। এ প্রতিষ্ঠানটি হবে আমাদের সরকার ও আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের সম্পদে ও সহযোগিতায়। মাননীয়া দেশনেত্রী আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাসিত প্রযুক্তি গবেষণায় ইতিমধ্যেই বহু লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে।

এই চট্টগ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সম্পূর্ণ বেসরকারী শিল্প উদ্যোগ হিসাবে হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতাল যেখানে দেশীয় উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারীরা অর্থ জুগিয়েছেন।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী,

যে প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর আজ আপনি স্থাপন করতে যাচ্ছেন তা সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় কিছু বিদ্যোৎসাহী সমাজসেবক, নিবেদিত প্রাণ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের যৌথ উদ্যোগের ফসল। সবিনয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাতে চাই এটা আপনার নির্বাচনী এলাকা চট্টগ্রাম-৮ এলাকার অর্ন্তভূক্ত। শহীদ

জিয়ার সুযোগ্যা সহধর্মিণী তাঁরই প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের পাশে যে, আজ আর একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করতে যাচ্ছেন এ ঘটনায় মহান আল্লাহর অপূর্ব লীলার কথাই আজ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

মাননীয়া দেশনেত্রী,

এ বিষয়গুলো তুলে ধরার মাধ্যমে যে কথা আমি বলতে চাইছি তা হল, এ সমস্ত প্রচেষ্টা সরকারের ব্যাপক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকল্পনার পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। আজ জনগণের প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি দেশের গণমানুষের প্রত্যাশা, সরকার এ সমস্ত প্রচেষ্টাগুলো, এ সমস্ত উদ্দ্যোগগুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন করবেন এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে আনুষাঙ্গিক সমর্থণ এবং সাহায্য যোগাবেন যাতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি স্বাস্থ্য পরিচর্যার সর্বাধুনিক সুযোগ পেতে পারে। আর চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে সরকারের সহায়তায় ও দিক নির্দ্দেশনায় এ এলাকা একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পুর্নাঙ্গ চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে আমাদের মানুষদের জন্য সর্বাধুনিক চিকিৎসা সহজলভ্য করে তুলতে পারে। আই. এ.এইচ. এস এর ভবিষ্যৎ প্রসারে সরকারের ব্যাপক আনুকূল্য এবং সরকারের মাধ্যমে বিদেশী সাহায্য ও প্রযুক্তি অপরিহার্য হতে পারে।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী,

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং মেডিক্যাল শিক্ষার প্রসারে আপনার সরকার ইতিমধ্যে কিছু নীতি নির্ধারক বক্তব্য রেখেছেন যার সঙ্গে দেশবাসী এবং ডাক্তার সমাজ সম্পূর্ণ একমত। বর্তমান মেডিকেল কলেজগুলাকে একটা নির্দ্দিষ্ট মানে উন্নীত না করে, মেডিক্যাল কলেজগুলোকে যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত না করে, কলেজ হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ ব্যবস্থা না করে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির ব্যবস্থা করে সবগুলো শূন্যপদ পূরণ না করে অন্য কোন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বাস্তবমুখি পদক্ষেপ। কিন্তু তাই বলে আমরা মেডিক্যাল শিক্ষার প্রসারে বিমুখ নই। বস্তুতঃ বেসরকারী উদ্যোগে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এই শুভ উদ্যোগ আমরাই নিয়েছি। আমরা চাই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের আর্থিক সংগতির সমন্বয়ে এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় দ্বিগুণ হোক। দেশের জনসংখ্যা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এটা খুব বড় উচ্চাশা নয়। মেডিক্যাল কলেজগুলোর স্বায়ত্বশাসন এবং উপযুক্ত আর্থিক বরাদ্দ এ কলেজগুলোকে নির্দিষ্ট মানে পৌছুতে এবং যথার্থ সেবা প্রদানে সক্ষম করবে।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী,

আপনার সরকার দেশে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন বলে প্রচারিত হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করে আমি সবিনয়ে বলতে চাই ৭০ দশকের শেষভাগে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে উত্থাপিত ও পরবর্তিতে পরিত্যক্ত এ প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনার আগে সংশ্লিষ্ট সকল মহলে ব্যাপক পর্যালোচনা ও সমীক্ষা চালানো উচিত। একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বহুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার এবং উন্নত দেশগুলোর কোথাও এর স্থাপনা লক্ষ্য করা যায় না। জাতীয় অগ্রাধিকারে এ পরিকল্পনা কোন পর্যায়ে স্থান পাবে তা পরিকল্পনাবিদদের বিবেচ্য।

সবশেষে দেশের গণমানুষের শুভেচ্ছা নিয়ে তাদেরই নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার আপনার সৎ, নির্ভিক দেশপ্রেমিক এবং সুদক্ষ নেতৃত্বে এগিয়ে চলুক, বাংলাদেশের মানুষ শারিরীক ও মানসিক দিক দিয়ে একটি স্বাস্থ্যবান জাতি হিসেবে গড়ে উঠুক এ কামনাই করি।

পরম করুণাময় আল্লাহ আপনার এবং বাংলাদেশের হেফাজত করুন।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

শুভেচ্ছা ভাষণ

অধ্যাপক মোঃ নূর–উন–নবী
ডীন, চিকিৎসা অনুষদ ও
প্রিন্সিপাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম,

আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যেগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ এবং বিশেষ অতিথি মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম, ডাঃ এ, এফ, এম, ইউসুফ, অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী, পৃষ্টপোষকবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রচার মাধ্যমের সদস্যবৃন্দ, প্রিয় ছাত্র–ছাত্রীবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, আস্‌সালামু আলাইকুম।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীন হিসেবে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেয়ার জন্য এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি চিকিৎসা বিজ্ঞানের কর্ণধার তৈরীর সুমহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসা 'ইনষ্টিটিউট অফ এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস' নামের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিফলক স্থাপন অনুষ্ঠানে।

উষর মরুতে মরুদ্যান সৃষ্টির মত সুকঠিন এক ব্রত নিয়ে এই মাটির পাহাড়ে জ্ঞানের বীজ বপনের স্বপ্ন দেখে ছিলেন কিছু মহানুভব ব্যক্তি। আজ তাঁদের সেই স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন, এই ইনষ্টিটিউট অফ এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস। বয়সের দিক থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি একেবারেই নবজাতক। এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড তাই আমরা অত্যন্ত সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আপাততঃ এর কার্যক্রমে ব্যক্তিগতভাবে আমি অসন্তুষ্ট নই, তবে আমাদের বন্ধুত্ব তখনই দৃঢ় হবে যখন আমাদের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা নিঃসংশয় হবে। তখন আমরা একে অন্যের সম্পূরক হব, সুখ দুঃখের অংশীদার হব, একে অন্যকে গ্রহণ করে নেব। চট্টগ্রাম ও সিলেট এম, এ, জি,

ওসমানী মেডিকেল কলেজের পর আমাদের অনুষদে ইনষ্টিটিউট অফ এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস এর অন্তর্ভূক্তি হবে নিশ্চয়ই আনন্দের, এতে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সম্মিলিত সমন্বয় ঘটবে।

আজকের এই মহান অনুষ্ঠানে মনে পড়ছে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কথা। তিনি ১৯৭৯ সালের ১৯শে এপ্রিল এই ইনষ্টিটিউট অফ এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস এর পার্শ্বেই দেশের শ্রেষ্ঠতম চক্ষুরোগ চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। আজ সেই প্রতিষ্ঠানটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। আজ তাঁরই পার্শ্বে তেমনই একটি মহান প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিফলক স্থাপনের উদ্দেশ্যে মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ ও মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী, জনাব চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ। আপনাদের উপস্থিতি এই উদ্যমী প্রচেষ্টাকে আরো সজ্জীবিত, আরো মহতী করে তুলবে। আমরা আশা করি, ইনশাল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানটিও জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এরই পার্শ্বে আগত দিনে আরও দুইটি স্বেচ্ছাসেবী স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে যাচ্ছে। তার একটি বাংলাদেশ কিডনী ফাউণ্ডেশন এবং অপরটি ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন।

আমাদের দেশ আজ চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সুদীর্ঘ ৯ (নয়) বছরের স্বৈরশাসনের ভারে ন্যুজ্ব আমাদের শিক্ষা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি এবং এর কুপ্রভাবে, জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চলছে অসহনীয় অস্থিরতা। ১৯৯০ এর গণআন্দোলন '৯১ এর শতাব্দির প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড় সৃষ্ট বৈরী পরিস্থিতি সত্বেও শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ট পরিবেশ ও নিয়মিত লেখাপড়া ও পরীক্ষা গ্রহণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদ বহুলাংশে সফলতার দাবীদার। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ইতিমধ্যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, বৃটেনের জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিলের মেয়াদ বিহীন স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এতে আমরা আনন্দিত হলেও তৃপ্ত নই। কারণ আমরা চাই সব কটি মেডিকেল কলেজই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করুক। বর্তমানে মেডিকেল শিক্ষায় বেশ কিছু অব্যবস্থা চালূ আছে যার ফলশ্রুতিতে অবাঞ্ছিত সেশনজটের মুখোমুখি আমরা হই। এক্ষেত্রে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, ইনশাল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদে নিয়মিত পরীক্ষা হবে এবং তাতে ইনষ্টিটিউট অফ এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস এর শিক্ষার্থীরাও অন্যান্যদের মত তাদের মেধা ও যোগ্যতা যাচাই এ স্বাক্ষর রাখবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মেডিকেল শিক্ষার মানোন্নয়নে

বদ্ধপরিকর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী আমাদের ঘোষণা দিয়েছেন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। বর্তমান শিক্ষাঙ্গণে অস্থির পরিবেশে তাঁর এই পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োচিত বাস্তব পদক্ষেপ। আমরা আশা করি বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনের নৈরাজ্য এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের কলহ ও হানাহানি দূর করে, শিক্ষাঙ্গনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। এই লক্ষ্যে আমরা আশা করি প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় হবে সারাদেশের সকল মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি সম্মিলিত ও সমন্বিত সত্তা যা একটি নির্দিষ্ট ক্যাম্পাসে আবদ্ধ না হয়ে সারা দেশের সকল ক্যাম্পাসের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এতে করে বর্তমানে বিরাজমান বিশ্ববিদ্যালয় ও উপযোজিত কলেজের মধ্যকার ব্যবধান দূর হবে এবং একই বৃন্তে অজস্র ফুলের মত গড়ে উঠবে আগামী দিনের চিকিৎসা, শিক্ষা, গবেষণা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।

আমাদের দেশ, পৃথিবীর একটি অন্যতম দরিদ্র দেশ। আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক বন্ধুর পথ। অতিক্রম করতে হবে আরো বিন্ধ্যাচল। নতুন কিছু করবার, অনাগত শিশুদের সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত উপহার দেবার এখনইতো সুবর্ণ সময়। এই দারিদ্র পীড়িত দেশের দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারের নয়। এই দায়িত্ব আপনার, আমার, আমাদের সবার। তাই সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সবাইকে। তবেই আমরা আজকের এই ইনষ্টিটিউট অফ এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস এর মতই গড়ে তুলতে পারবো আরো অনেক প্রতিষ্ঠান। সে সব প্রতিষ্ঠান তৈরী করবে আগামী দিনের সুযোগ্য চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ কিংবা মেটাবে জনগণের মৌলিক চাহিদা।

পরিশেষে এই প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র/ছাত্রীদের, যারা নির্দ্বিধায় এবং নিঃসঙ্কোচে তাদের জীবন স্রোতকে এই প্রতিষ্ঠানটির ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে ফেলেছে আমি তাদের জীবনের সফলতা কামনা করি। সেই সব দানবীর ব্যক্তি যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য এবং এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির পিছনে কর্মরত অসংখ্য উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের অভিনন্দন জানাই। উদ্যোক্তাদের আজকের এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য যাঁরা এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। উদ্যোক্তাদের এই মহান উদ্যোগের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

শুভেচ্ছা ভাষণ

মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথিদ্বয়, মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ সাহেব, মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ সাহেব, চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের গৌরব প্রখ্যাত চিকিৎসক জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম সাহেব, অত্র ইনষ্টিটিউটের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং সমবেত সুধীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম,

আজকের দিনটি আমাদের জন্য বিশেষ করে চট্টগ্রামবাসীর জন্য বিশেষ গৌরবের দিন। কেননা আজ একটু পরেই চট্টগ্রামের একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস এর ভিত্তি প্রস্তর উম্মোচন করবেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, এই ইন্সটিটিউটের পাশে যে চক্ষু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটি আছে, সেটার শিলা স্থাপন করেছিলেন স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এটা মহান আল্লারই শুভ ইচ্ছা। পাশাপাশি দুই পাহাড়ে, দুইটি মহতী প্রতিষ্ঠানের বীজ বপন করলেন, একই বৃন্তের দুইজন।

সমবেত সুধীবৃন্দ,

এটি এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে বর্তমানে কিছু ভাগ্যবান লোকের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। আমি অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে আহবান জানাচ্ছি মেধাবী গরীব ছাত্রছাত্রীরা ও যেন এখানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। অবশ্য এখানে যারা পড়তে আসছে তাদের বাবা-মাদের যে, অনেক টাকা আছে তা, ঠিক নয়। একটি ঘটনা আমার জানা আছে। একজন বাবা অনেক কষ্ট করে তার হাউজ বিল্ডিং লোনের টাকায় ছেলেকে ভর্তি করেছেন, তিনি একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন।

সুধীবৃন্দ,

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রতিষ্ঠানে যারা পড়াশুনা করবে তাদের একটা বিশেষ ব্যবস্থায় কেরিয়ার গড়তে সহায়তা করা হবে। এটা সন্দেহাতীত। শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এই জন্য আমি গর্ববোধ করছি। স্বভাবতই এই ধরণের নতুন প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ সমস্যা থাকবে। বস্তুতঃ কোন প্রতিষ্ঠানই সমস্যার মোকাবেলা না করে গড়ে উঠতে পারে না। গত নয় বছরের স্বৈরাশাসনের জঞ্জাল পরিষ্কার করে নতুন কিছু করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। তবুও এটাকে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে কেননা এটার যিনি হাল ধরে আছেন, তিনি একজন অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব, যাঁর সুদক্ষ পরিচালনা এবং দুর্দশিতার কারণে আজকের এই কর্মসূচী সম্ভব হলো। এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য আমি জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম সাহেবকে আমার নিজের তরফ থেকে, চট্টগ্রামবাসীর তরফ থেকে অভিনন্দন জানাই।

মাননীয় বিশেষ অতিথিদ্বয়,

যদিও স্বৈরশাসকের জঞ্জাল মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করতে সময়ের প্রয়োজন, তবুও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি, এই প্রতিষ্ঠান সব সময় মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক সহযোগিতা পাবে। আপনারা জানেন বর্তমান সরকার নীতিগতভাবে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করে।

সমবেত সুধীবৃন্দ,

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সামনে ওয়াদা করছি, আমাদের সিটি কর্পোরেশন এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে যথাসম্ভব সবধরণের সাহায্য সহযোগিতা ইনস্টিটিউটকে করে যাবো ইনশাআল্লাহ।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে যদিও মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকতে পারেননি তথাপি যে ভিত্তি প্রস্তর মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী উন্মোচন করতে যাচ্ছেন, তাহা মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতার স্বাক্ষর বহন করবে। চট্টগ্রামবাসী এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এই প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

সভাপতির ভাষণ

অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী
সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
ও প্রাক্তন উপাচার্য–চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়

মাননীয় বিশেষ অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম, সম্মানিত মেয়র, প্রিয় ছাত্র–ছাত্রী ও উপস্থিত সহকর্মী ও সুধীবৃন্দ।

আজকের দিনটি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত আনন্দের। মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, যার উপস্থিতি আমরা একান্তভাবে আশা করছিলাম তিনি যদি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন তাহলে অবশ্যই আমাদের আনন্দের মাত্রা আরো অনেক বেশী হত। কিন্তু তবুও আমি বলবো দুজন কেবিনেট মন্ত্রী এ অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাতেই আমরা বুঝতে পারি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রধান মন্ত্রী তথা সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে শুভলক্ষণ। আজকের এই শুভ দিনটিতে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই জাতীয় অধ্যাপক সাহেব যে কথাটা হয়ত বলতে ভুলে গেছেন আর সেটা হলো, এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আমার সংযোগ এর জন্ম হবার আগে থেকেই অর্থাৎ ডাক্তারী ভাষায় এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক এর প্রসুতি পূর্ব পর্যায় থেকেই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে প্রথম যখন আমার কাছে অধ্যাপক (ডাঃ) নূরুল ইসলাম এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠানটির প্রস্তাব নিয়ে আসেন ১৯৮৫–৮৬ সালের কোন এক সময়ে আমি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সহকর্মীরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটি গ্রহন করেছিলাম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে অধ্যাপক ইসলামকে এ প্রকল্পের কো–অর্ডিনেটর করা হয়। এই প্রকল্পটির অনুমোদন লাভের ব্যাপারে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল অকুণ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত।

দুজন মাননীয় মন্ত্রীই বলেছেন যে, আমাদের মত দেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। এগার কোটি মানুষের জন্য হেলথ এডুকেশন এবং হেলথ কেয়ারের বিষয়টি এতই ব্যাপক এবং ব্যয় সাপেক্ষ যে সরকারের পক্ষে এককভাবে এর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

আমাদের মনে রাখা উচিৎ বাংলাদেশ পৃথিবীর তিনটি দরিদ্রতম দেশের একটি। এই ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকার অবশ্যই তাঁর নিজস্ব

ভূমিকা পালন করবেন। এই সঙ্গে যদি জনসাধারণের প্রচেষ্টা বিশেষ করে যারা ভাগ্যবান এবং যারা বিত্তশালী তাঁরা যদি এগিয়ে না আসেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যদি সরকারের প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত না হয় তাহলে রোগ ব্যাধির বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম কখনও সফল হতে পারে না। এই বিত্তবানদের মধ্যে অনেকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছেন। যাঁরা এখনও এগিয়ে আসেননি তাঁদের কাছে অনুরোধ –আপনারা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনাদের সম্পদের একটি ভগ্নাংশ দিয়ে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলায় সাহায্য করুন। তাহলে এদেশের দরিদ্র নিপীড়িত ও রোগগ্রস্থ মানুষ উপকৃত হবে। সমাজ আপনাদের যা দিয়েছে তার বিনিময়ে সমাজেরও কিছু প্রত্যাশা আপনাদের কাছে রয়েছে। সে প্রত্যাশা পূরণে আপনারা ব্যর্থ হবেন না এটাই আমাদের সকলের বিশ্বাস।

যারা এখানে শিক্ষালাভ করছেন এবং যারা এখানে প্রশিক্ষণ লাভ করছেন তাদের কাছে আমার বিশেষ নিবেদন, আপনারা যখন এখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজগতে প্রবেশ করবেন, তখন যেন উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ আপনাদের সেবার জন্য উদগ্রীব না থাকে। আপনাদের প্রথম কর্তব্য হবে আপনাদের দেশবাসীর প্রতি। আমাদের বিশ্বাস আপনারা সে কর্তব্য পালনে ভুল করবেন না। আপনারা জানেন গতকাল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান সমস্যার একটি সমাধানে উপনিত হওয়ার লক্ষ্যে সিন্ডিকেটের সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একটি পরামর্শসভা ডেকেছিলেন তার ফলাফল সম্পর্কে আপনারা অভিহিত আছেন। যে কথা দুজন মাননীয় মন্ত্রীর মাধ্যমে সরকারের কাছে আমরা বলতে চাই তা হলো এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা কখনও অভিপ্রেত নয়। এ অবস্থা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। এই পরিস্থিতি কোন মতেই চলতে দেয়া যায় না। আমরা শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই বলছিনা, আমরা বলছি বাংলাদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, হানাহানি আর সংঘাত। কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই। সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই উদ্যোগ সফল হোক আমরা সবাই আন্তরিকভাবে সে কামনা করি। এ ব্যাপারে সরকারের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। তবে আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় সন্ত্রাস বা সংঘাত বন্ধ হবে না। এরজন্য যাঁদের এগিয়ে আসতে হবে তাঁরা হলেন, সকল রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীগণ, ছাত্র নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকগণ, অভিভাবকবৃন্দ এবং সকল জনসাধারণ। শিক্ষাঙ্গণে শিক্ষার উপযোগী সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে দেশ ও জাতীয় সকল স্তরের মধ্যে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা চাই। সর্বোপরি প্রয়োজন ছাত্র–শিক্ষকদের সম্মিলিত ও ইতিবাচক ভূমিকা। তাঁরা যদি সম্মিলিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ রাজনীতির অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতে পারেন তাহলেই সন্ত্রাসমুক্তির লক্ষ্যে বিরাট অগ্রগতি সাধন সম্ভব হবে।

আই.এ.এইচ.এস একটি শিশু প্রতিষ্ঠান। এর সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিবর্ধন জাতীয় প্রয়োজন। তাই এর প্রাথমিক পর্যায়ে যাতে প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক সংঘাত ও অন্যান্য বিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

আই.এ.এইচ.এস ও কিডনী ফাউন্ডেশনকে বরাদ্দকৃত
জমির দলিল হস্তান্তর
এবং
আই.এ.এইচ.এস এর মহিলা হোস্টেল এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
অনুষ্ঠানের বিবরণী
১৩ই আগস্ট ১৯৯১

প্রধান অতিথিঃ
কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ, বীর বিক্রম
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বিশেষ অতিথিঃ
মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মহিলা হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ বীর বিক্রম-কে স্বাগত জানাচ্ছেন জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম (করমর্দনরত অবস্থায়), পাশে হাত বাড়িয়ে ডাঃ এ.এফ.এম.ইউসুফ, তাঁর বামে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন।

মহিলা হোস্টেল এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর (বামদিক থেকে) মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, অধ্যাপক নূর-উন-নবী, অধ্যাপক সিদ্দিক উল্লাহ, জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম, মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ বীর বিক্রম, ডাঃ এ.এফ.এম. ইউসুফ, অধ্যাপক আবদুল ওয়াদুদ। পিছনে কিছু ছাত্র এবং কর্মী।

স্বাগত ভাষণ ঃ

জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নূরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান,
আই.এ.এইচ.এস. চট্টগ্রাম

আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, মাননীয় যোগাযোগ **মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ,** বীর বিক্রম; সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব **মীর মোঃ নাসির উদ্দিন,** সম্মানিত সংসদ সদস্য বর্গ, অতিথিবৃন্দ, এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা।

মাত্র কিছু দিন আগে বিগত ১৮ই জুলাই আই.এ.এইচ.এস-এর ঐতিহাসিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আমরা সমবেত হয়েছিলাম। সেইদিন আমাদের আজকের প্রধান অতিথিকে আসতে হয়েছিল দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সেদিনকার প্রচণ্ড বায়ূবেগে বিমানের অস্বাভাবিক ঝাকুনি এবং হঠাৎ উঠা নামার প্রথমবার যারা সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁরা জীবনেও সেটা ভুলবেন না। হয়ত বা কোথাও আবার বিমানে যাওয়ার সাহস ও পাবেন না। অন্যদিকে সারাদিন প্রবল বৃষ্টি সত্ত্বেও সেদিনকার বিপুল জনসমাগম প্রমাণ করেছিল আমাদের প্রতিষ্ঠানের পেছনে কত লোকের শুভেচ্ছা রয়েছে।

আজকেও আমরা নিতান্ত ভাগ্যবান। আবহাওয়া অফিসের আজকের রিপোর্ট অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। কথা ছিল ঝড় বৃষ্টি হবে। মনে হয় আমাদের উপর এবং এই প্রতিষ্ঠানের উপর, আল্লাহর রহমতের এটা দ্বিতীয় উত্তম নিদর্শন। অবশ্য এমনভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, যাতে আমরা যে কোন অবস্থাতে সমাগত হতে পারতাম। কিন্তু এমন সুন্দর পরিবেশ এবং মনোরম আবহাওয়া তো সৃষ্টি করতে পারতাম না। আকাশ এখন পরিস্কার আবহাওয়া মনোরম, সবই আল্লাহ্র রহমত।

আপনারা অনেকেই হয়ত আশ্চর্য হয়েছেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রধান অতিথির দ্বিতীয় আগমণ কি করে সম্ভব হল। মঞ্চের পিছনের লিখা থেকে এর জবাব মেলে। মাস খানেক আগে কখনও ভাবিনি যে, এত তাড়াতাড়ি আমাদের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। নিশ্চয়ই ছাত্রীরা এবং মহিলারা আমার চেয়ে আরও বেশী অবাক হয়ে

যাবেন। অনেকেই হয়তো নামায পড়ে শুকরিয়া আদায় করেছেন। এমন একটা জায়গায়, এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম থেকেই আমরা হোষ্টেলের সমস্যা নিয়ে ভাবনায় পড়েছিলাম। এত সন্নিকটে এত অল্প সময়ে এমন একটা জায়গা পাওয়া সম্ভব হবে এটা বোধ হয় আমাদের দেশের ইতিহাসে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কথা বাদই দিলাম, কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানেরও সম্ভব নয়। অফিসের নথিপত্র, লেখালেখি, সবকিছু কোন রকমে গোপনে হলেও ফটোকপি করে সংযুক্ত করলে একটা পুস্তিকা প্রকাশিত হবে। এর পিছনের ইতিহাস, তার মুল নায়ক এবং যার সদিচ্ছার প্রমাণ স্বরূপ আজকে আমরা যা পেলাম, তিনি আমাদের প্রধান অতিথি রূপে আপনাদের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছেন।

আপনাদের অনেকের মনে আছে কেউ কেউ হয়ত বা ভুলে যেতে পারেন তিনি ইন্সটিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিনে বলেছিলেন, "আমি আরও জায়গা দেব যদি আপনাদের প্রয়োজন হয়।" আজকে যে জায়গাটুকু আমরা পেয়েছি তার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বস্তুতঃ এমন একটা সময়ে এটা আমাদের হাতে এসেছে যার বর্ণনা ইন্সটিটিউটের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। আই.এ.এইচ.এস-এর ইতিহাস ভবিষ্যতে যখনই রচিত হবে আজকের এ সুখময় ঘটনা তাঁর অন্তর্ভূক্ত হবেই।

পাঁচদিন আগেও আমি সন্দিহান ছিলাম আমাদের আজকের প্রধান অতিথি এখানে উপস্থিত হতে পারবেন কিনা। নব নির্বাচিত সরকারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময় করে আমাদের মাঝখানে উপস্থিতি তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিকতার স্বাক্ষর। আমাদের সকলের তরফ থেকে আমিও আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা এ সুযোগের সৎ ব্যবহার করবো। যে জায়গাটুকু আমরা আজ পেলাম তাতে শুধু মেয়েদের হোস্টেল হবে না। এখানে সেবিকাদের জন্যও আবাসগৃহের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া জরুরী চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত বিবাহিত চিকিৎসক, আবাসিক চিকিৎসক, তত্ত্বাবধায়ক, এবং অন্যান্য সকলের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকালে সকলের কাছ থেকে আমরা যে সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি এখানেও তদনুরূপ পাব বলে আমদের দৃঢ় বিশ্বাস। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মীর নাসির উদ্দীন সাহেবের উপস্থিতি আমাদের উৎসাহিত করেছে। তাঁর সহযোগিতার মনোভাব আমাদের অজানা নয়। তবুও অনুরোধ জানাব, তিনি যেন আমাদের পাশের রাস্তার দিকে একটু খানি নজর দেন। রাতের বেলায়

এখানকার অন্ধকার নিরাপদ নয়। নতুন লাইট পোস্টের ব্যবস্থা করে অতি স্বল্প সময়ে তিনি এর ব্যবস্থা করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া বর্তমান রাস্তা মাত্র ৩০ ফুটের কাছাকাছি। অথচ যানবাহন এবং যাতায়াতের সুবিধার্থে এটা ৬০ থেকে ৮০ ফুট প্রশস্থ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কমিশনার সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি নিশ্চয় দেখবেন রাস্তা বড় করার খবর পেয়ে রাতারাতি কেউ যেন কবর কিংবা মসজিদ তৈরী না করে। কেননা এইভাবে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করার নজির অনেক। সম্মানিত মেয়র সাহেব ও এই বিষয়ে নিশ্চয় সজাগ এবং যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা।

মনে পড়ে, কয়েক মাস নয়, বেশ কয়েক বৎসর আগে মাননীয় প্রধান অতিথি আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটা সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। পরবর্তিতে তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, উঁচুমানের একটা চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তুলতে যেখানে সব ধরণের চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকবে। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।

আপনারা জানেন আমাদের পাশে যে প্রতিষ্ঠান আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তাতে একদিকে যেমন বিশেষ ধরণের চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে তেমনি গ্রামমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থার কর্মসূচী রয়েছে। একদিকে যেমন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে অন্যদিকে গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও এখানে আছে। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত কয়েকজন সম্মানিত অতিথি মঞ্চে উপবিষ্ঠ আছেন। আমি বলি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সুসন্তান। আই.এ.এইচ.এস বয়োকনিষ্ঠ হলেও কর্মপরিধি বিচার করে এটাকে প্রথম সুসন্তান হিসাবে বিবেচনা করলে হয়ত অযৌক্তিক হবে না।

আজকে যেখানে মহিলা হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হতে যাচ্ছে তার পাশেই গড়ে উঠবে আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। আমরা যার সাথে জায়গা ভাগাভাগি করে নিয়েছি সেটা হলো কিডনি ফাউন্ডেশন।

কিডনি রোগ এদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এর প্রতিরোধ যেমন সম্ভব, প্রতিকারের দিকে ও বিগত দুই দশকে অগ্রগতি হয়েছ অনেক। তা সত্ত্বেও অগ্রগতির সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত। কোটি কোটি টাকা খরচ করে আমাদের ভাগ্যবান কিছুলোক বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করে। অন্যদিকে অগণিত হতভাগ্য রোগী চিকিৎসার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করে।

কিডনি ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশ্য মহৎ। চক্ষু হাসপাতালের ন্যায় একই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে তাতে কিডনি রোগ প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের উন্নতমানের সকল চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন রাজধানী ঢাকায় বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বীকার করতে হবে, ঢাকার যে আয়োজন তাও নিতান্ত সীমিত। আমাদের মনোবৃত্তি পরিবর্তনের সময় এসেছে। সীমিত হলেও উচুমানের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা শুধু রাজধানী ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ। আমরা ভুলে যাই, বাংলাদেশ মানে শুধু ঢাকা নয়। প্রতিটি বিভাগ, প্রতিটি জেলা, প্রতিটি শহর এবং গ্রাম নিয়েই বাংলাদেশ। যতশীঘ্র সম্ভব চারটি বিভাগীয় কেন্দ্রস্থলে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থা যদি সম্প্রসারিত না হয়, তবে শুধু রাজধানী এবং তার আশেপাশের বাসিন্দারাই এর সুফল লাভে সক্ষম হবে। একাধিক কারণে অনেকেই বঞ্চিত হবে। "সম্প্রসারিত চিকিৎসা ও শিক্ষা কর্মসূচী" গ্রহণ করে চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্পেশালিটি নিয়ে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান, এই চিকিৎসাকেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সেটা হবে শুধু চট্টগ্রামবাসীদের জন্য নয়, দেশের সকলের জন্যই সুখের এবং গৌরবের।

সুখের বিষয় ইতিমধ্যেই আমাদের প্রধান অতিথি সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। আপনারা শুনে খুশী হবেন, বহুমূত্র সমিতি তাদের চিকিৎসা কেন্দ্র আমাদের আশে পাশে স্থাপন করতে প্রয়াসী। অধ্যাপক নূরুল আমিন, তাঁর প্রচেষ্টায় এবং আমাদের প্রধান অতিথির অনুরোধে নাক কান গলা বিভাগ এবং মুখ ও বধিরদের চিকিৎসা এবং শিক্ষাকেন্দ্র আমাদের পাশাপাশি স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। অনেকে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছেন শিশুদের জন্যও সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি চিকিৎসা কেন্দ্র কাছাকাছি থাকা উচিৎ। অতএব আমরা শুধু আই.এ.এইচ.এস-এর কথা ভাবিনা, একটা উঁচুমানের চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করি। এটা অবাস্তব নয়। মাদ্রাজের ভ্যালোরে যে চিকিৎসাকেন্দ্র আজ দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জণ করেছে, এদেশের অনেকে সেখানে চিকিৎসার সুযোগ নিতে যায়। এটা শুরু হয়েছিল শহর থেকে প্রায় অর্ধশত কিলোমিটার দূরে, একটা অজানা পাড়াগাঁয়ে। বর্তমানে সেখানে গড়ে উঠেছে আধুনিক চিকিৎসার উপশহর। আমাদেরকে এ দৃষ্টান্ত সামনে রেখে উৎসাহের সাথে এগিয়ে যেতে হবে।

বর্তমান সময়কাল আমাদের বিশেষ অনুকুলে। মন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার নেবার, এমনকি এই সম্ভাবনার বহু পূর্বেও যিনি এমন একটি কাজে হাত দেবার জন্য

আমাকে বারবার উৎসাহিত করেছেন, তিনি আমাদের আজকের প্রধান অতিথি। এদিকে সদ্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক বর্তমান সরকার বেসরকারী উদ্যোগের উৎসাহদাতা। এমন অপূর্ব সুযোগ সব সময় আসে না। আমরা যদি এই সময়ের সৎ ব্যবহার না করি, ভবিষ্যতে অনুশোচনা এর সমাধান দিতে পারবে না। জনগণ আমাদের নিঃসংকোচে দায়ী করবে।

স্বীকার করতে হবে এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের পেছনে শুধু সরকারের একার নয়, জনদরদী জনগণের, ছাত্রদের, অভিভাবকদের, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

সুধীবৃন্দ,

আমাদের বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে, আপনাদের সাহায্য এবং সহানুভূতি ছাড়া, একা এগিয়ে যাওয়া আমাদের কোনদিনই সম্ভব হবে না। এই প্রতিষ্ঠান বাস্তবরূপ নিতে ব্যর্থ হবে।

কেউ কেউ ভাবেন আমাদের দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। একটুখানি তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে এ ধারণা সঠিক নয়। সাতান্ন বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ, আমাদের বেশ কিছু কর্মক্ষম শিক্ষককে মূলত অকেজো করে রেখেছে। অথচ এদের কাছ থেকে দেশ ও জাতি আরো আট–দশ বৎসর অনেক কিছু পেতে পারে। তাদের কাজে লাগিয়ে অভিজ্ঞতার সুফল ভোগ করা আমাদের পরিকল্পনা, অন্যদিকে দক্ষ জনশক্তি করার প্রয়াসে মেধাবী চিকিৎসকদের নিয়োগদান করে ধাপে ধাপে তাদের ভবিষ্যত গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য। আমাদের এই চিন্তাধারা অনেকটা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের পরিচালক এবং কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষক তার সাক্ষ্যবহন করে। নব নিযুক্ত চিকিৎসকদের উৎসাহ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনায় আমরা আশান্বিত।

ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং অন্যান্য সকলের উপস্থিতি আমাদের জন্য নিতান্ত আনন্দের, সুখের। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আদর ভালবাসা আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। স্বভাবতই এমন একটা নতুন উদ্যোগে মাঝে মাঝে প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি হবেই। সত্য এবং ন্যায় যখন আমাদের অনুকূলে, আমরা আদৌ সংকিত নই। আমাদের প্রতি আপনাদের বিশ্বাস এবং ভালবাসা বিফলে যাবে না।

প্রধান অতিথির ভাষণ

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী
কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ, বীর বিক্রম

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত ইনিষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সস এর মাননীয় চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম, সমবেত সুধীমণ্ডলী ও আই. এ. এইচ. এস-এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম

গত ১৮-ই জুলাই ইনিষ্টিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেই সভায় আমি ওয়াদা করেছিলাম যে হোষ্টেল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা প্রদান করতে আমরা কার্পণ্য করবো না।

আপনারা জেনে নিশ্চয় আনন্দিত হবেন যে, মাত্র এক মাসের ও কম সময়ের মধ্যে আমি আমার সেই ওয়াদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহর রহমতে এবং মুরুব্বীদের দোয়ায় আমি আমার ওয়াদা পূরণ করতে পেরে সত্যিই আনন্দিত।

আমাদের সরকার যখনি যে ওয়াদা করেন তখনি তা বাস্তবায়ন করেন-তার প্রমাণ আমরা জাতীয় জীবনে যেমনভাবে রেখেছি এখানে এই আই. এ. এইচ. এস-এ তেমনি করেছি।

আমরা বরাবরই চেয়েছি খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থানের ন্যায় মৌলিক প্রয়োজন পূরণে দলমত নির্বিশেষে দেশের সবাই কাজ করুক এবং সেই লক্ষ্যে আমরা আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছি।

আপনারা জানেন এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার সম্পর্ক কতটা গভীর। আমি শুরু থেকে এর সাথে ছিলাম এবং আজীবন থাকবো যখন আমি এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে কিছু করতে যাব আপনারা আমাকে মন্ত্রী হিসেবে নয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের একজন খাদেম হিসেবে গ্রহণ করলে খুশী হবো।

আজকে আপনাদের আমি আরো একটি সুসংবাদ দিতে চাই। এই হোষ্টেলের পার্শ্বেই কিডনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এজন্যে আমার মন্ত্রণালয় থেকে এক একর একুশ শতক জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কিডনী রোগ বাংলাদেশে একটি বিরাট জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার রোগী বিদেশে চিকিৎসার জন্য গিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন অথচ দেশে টাকার অভাবে চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি এই জন্য যে, চট্টগ্রামে বাংলাদেশ কিডনী ফাউণ্ডেশন দীর্ঘদিন থেকে কিডনী রোগ প্রতিরোধ, প্রতিকার ও চিকিৎসায় কাজ

করে যাচ্ছে। কিডনী ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় গত চার বছর ধরে চট্টগ্রামে কিডনী ডায়ালাইসিস হচ্ছে এবং ডায়ালাইসিস ক্যাথেটার ও ফ্লুইড ওয়ার্মার এখানে উদ্ভাবিত হয়েছে। আমি আশা করবো তাঁরা তাদের গবেষণা কাজ চালিয়ে যাবেন। এজন্য যা কিছু করা দরকার এবং সম্ভব সরকার তা করবেন।

চট্টগ্রামে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হলে রোগীরা যেমন উপকৃত হবেন তেমনি করে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কিডনী বিশেষজ্ঞগণ দেশে ফেরার এবং কাজ করার সুযোগ পাবেন।

আমারা মানুষের উপকার হয় এমন যেকোন কর্মসূচীকে সহায়তা প্রদানে আগ্রহী। তবে যদি আমরা দেখতে পাই যে, যে উদ্দেশ্যে সরকারী জায়গা নেয়া হয়েছে তার যেন কোন ভাবেই বরখেলাপ না হয়। কয়েকদিন আগে অধ্যাপক ডাঃ নূরুল আমিন আমার বাসায় এসেছিলেন। তিনি এইখানে একটি নাক কান গলা এবং মুখ বধিরদের জন্য একটি হাসপাতাল করার জন্য কিছু জায়গা চেয়েছিলেন। আমি বলেছি আন্তরিকতার সাথে যদি সত্যি সত্যি আই.এ.এইচ.এস এর সহিত সহযোগীতায় উদ্যোগ নেন তবে প্রয়োজনীয় জমি আমরা দেবো। জায়গার কোন অসুবিধা হবে না। কারণ আমি চাই সর্বপ্রকার সুবিধা সম্বলিত একটি চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা কমপ্লেক্স এখানে গড়ে উঠুক।

আমি বিশ্বাস করি সদিচ্ছা থাকলে কোন উদ্যোগই ব্যর্থ হয় না। বাংলাদেশ কিডনী ফাউণ্ডেশন এবং আই. এ. এইচ. এস-এর এই উদ্যোগ শুধু সফলই হবে না দেশ ও জাতির জন্যে অম্লান গৌরব বয়ে আনবে।

চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগে আই. এ. এইচ. এস. হাসপাতাল, কিডনী হাসপাতাল এবং চক্ষু হাসপাতালের ন্যায় তিন তিনটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এটা কম গৌরবের কথা নয়। ব্যক্তিগতভাবে এজন্যে আমিএবং আমার মন্ত্রণালয় গর্ববোধ করতে পারি। কারণ সবগুলো প্রতিষ্ঠানের জন্যে জমি বরাদ্দ করেছে আমার মন্ত্রণালয়।

আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আপনারা সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে পরস্পরের সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করবেন। মনে রাখবেন একা কোন প্রতিষ্ঠানই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না।

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি পরম করুণাময়ের নিকট শোকরানা আদায় করছি। জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) ইসলামকে আমি যে উৎসাহ দিয়েছিলাম তা তিনি গ্রহণ করে এতটুকু এগিয়েছেন বলে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং আপনাদের সকলের সহযোগিতা ছাড়া আজ আমরা এমন সম্ভাবনাময় পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে কথা বলতে হয়ত পারতাম না। আপনাদের সকলকে আবার আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

বিশেষ অতিথির ভাষণ

মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
মেয়র, চট্টগ্রাম, সিটি কর্পোরেশন

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম,

শরতের স্নিগ্ধ ভরা এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান, জননেতা ডাঃ এ, এফ, এম ইউসুফ সাহেব, আজকের প্রধান অতিথি বীর মুক্তি যোদ্ধা বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ বীর বিক্রম সাহেব, আমাদের গৌরব জাতীয় অধ্যাপক জনাব নুরুল ইসলাম সাহেব, মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য বৃন্দ, চট্টগ্রাম বিভাগের সুযোগ্য কমিশনার ওমর ফারুকসহ সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বৃন্দ, সুধী বৃন্দ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আচ্ছালামু- আলাইকুম।

আজকের এই পরিবেশে দু'টি কথা আমাকে বলতেই হবে। আমি প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি যখন আমি শুনলাম আজকের সভাপতির মুখ থেকে যে বাংলাদেশ রেলওয়ের এক একর জায়গা এই প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্ধ করা হয়েছে। আমি আশ্চর্য্য, এই জন্য হয়েছিলাম, ঘোষণাটা দিয়েছিলেন মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী বিগত ১৮ তারিখ। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বরাদ্দ পাওয়াটা যে, কত জটিল ব্যাপার সেটা একমাত্র যিনি করেছেন তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবেন না। আমি মনে করি আমাদের সরকার এবং আমাদের রাজনীতির ফল হিসাবে সেটা সফলতা লাভ করেছে। আমাদের সরকার জনগণের সরকার, আমাদের মন্ত্রী জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত মন্ত্রী, আমরা একটি নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছি বাংলাদেশে। সে পরিবেশটা হলো, আমরা প্রত্যেক কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাব দিহি করতে বাধ্য, সে সরকারী কর্মকর্তা হউক, সে মন্ত্রী হউক, সে মেয়র হউক। আজকে বাংলাদেশের সরকারী কর্মকর্তারা যে নতুন পরিবেশ পেয়েছে সে পরিবেশের মধ্যে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছে বলে আজকে এটা সফল হয়েছে। আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আজকে আত্ম সমালোচনা করার সময় এসেছে।

একটা প্রতিষ্ঠান এখানে জন্ম লাভ করছে, আমরা তো ডাঃ নুরুল ইসলাম নই তাই আরো ডাঃ নুরুল ইসলাম চাই, একজন ডাঃ নুরুল ইসলামকে প্রতিকৃত

হিসাবে ধরে। সে চলে যাওয়ার পর তার স্থান পুরণ করার জন্য আরো ডাঃ নুরুল ইসলাম দরকার। চট্টগ্রামে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল আছে, আমার কর্পোরেশনের ১৮টা ক্লিনিক আছে, একটা হাসপাতাল আছে। তার পরেও চট্টগ্রামে অলিতে গলিতে ক্লিনিক কেন সৃষ্টি করা হয় তার কারণ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ক্লিনিকে যারা ঢুকে সেখানে তাদেরকে দৈনন্দিন কত টাকা খরচ করতে হয় সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানেনা। এর কারণ আমাদের কে খুঁজে বের করতে হবে।

মন্ত্রী সাহেব যে জায়গা দিয়েছেন তা জনগণের জায়গা, আপনাদের একটা প্রতিষ্ঠানকে, যেন জনগণকে চিকিৎসার জন্য ধুকে ধুকে মরতে না হয়। পরিবেশ আমাদের কে পাল্টাতে হবে। আজকে যিনি সভাপতি তাঁকে নিয়ে আমি একদিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তিনি গেইট ক্রস করে ওয়ার্ডে ঢুকেন নাই। কেন ঢুকেন নাই আমি সেটা বলবো না আজকে। উনার ভাষাটা আমার ডায়েরীতে লিখা আছে।

সেই পরিবেশ আমাদেরকে পাল্টাতে হবে। যদি আমরা না পাল্টাই, যদি আমি কাউকে দোষারুপ করি, তাহলে একের দোষ দিয়ে সমস্ত সমাজকে পরিবর্তন করা যাবে না।

আপনারা জানেন নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরপর একটা ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেছে । এই ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের সরকারী কর্মকর্তারা চট্টগ্রামে দিনরাত কাজ করেছেন। আমি আশ্চার্য্য হয়ে যাই, এরা কিভাবে বেঁচে আছে, রাজনৈতিক কর্মী হয়েও রাত একটার পর আমি বাসায় চলে যেতাম। যখন তিনটার সময় সার্কিট হাউসে যেতাম তখনো দেখতাম তারা বসে কাজ করছে। এই সরকারী কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই এখন পরিবেশ পেয়েছে বলে কাজ করার উৎসাহ পেয়েছে। আমরা যে পেশায় থাকি না কেন আমাদেরকে আগে দায়িত্বশীল হতে হবে। দায়িত্বশীল না হলে কোন সমস্যার সমাধান এখানে হবে না।

আজকে আমার একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে রেখে যাবো সেটা হল, ক্লিনিক গুলি বর্জন করতে হবে। আমরা গিয়ে হসপিটালে ডাক্তারকে পেতে চাই। আমি কালকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমি ডাক্তারকে পাই নাই। ওয়ার্ডে কেন পাবো না। আমরা তো তাদেরকে বেতন দিই। এটা জানার অধিকার আমাদের জনগণের কাছে আছে। ১৮ ঘন্টা ২২ ঘন্টা আমি কাজ করি। কেননা কাজ করার অধিকার জনগণ আমাকে দিয়েছে। তাদের টাকা দিয়ে আমার গাড়ি, আমার পেট্রোল চলে। আমি জনগণের কাছে জবাব দিহি মূলক।

সেইজন্য আজকের সরকার অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলেছেন আমাদের প্রশাসন হবে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত। আমরা ন্যায়ভিত্তিক প্রশাসন এবং দুর্নীতি মুক্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠা করবো। আর তার সহায় শক্তি হচ্ছেন আপনারা, আমরা আর সরকারী কর্মচারী। সবাই মিলে আমাদেরকে স্কীম বাস্তবায়ন করতে হবে। আজকে কর্ণেল অলি সাহেব যে বীরত্বের কাজ দেখিয়েছেন এই জায়গাটা দিয়ে, আমার হিংসা লেগেছে। আমার কাজ আমার একটা কমপ্লেক্স-বিপনী বিতান। আমাকে দেয়ার জন্য অর্ডার হয়েছে ১০ বৎসর আগে। আমি সেটা নিতে পারছি না। উনি ১৮ তারিখ বলে গেলেন আর আজকে হয়ে গেছে দেখে আমার হিংসা লাগছে। কারণ আমার রাস্তা করতে হবে, আমার লাইট লাগাইতে হবে। আমার টাকার প্রয়োজন। জনগণের সাহায্যের প্রয়োজন। একার দ্বারা এইটা কোনদিন সম্ভবপর হবে না। তাই, বন্ধুগণ ডাক্তার নুরুল ইসলাম সাহেব বলেছেন লাইটের ব্যাপারে। এই লাইট আগামী তিন দিনের মধ্যে এখানে লাগবে। কিন্তু সাথে সাথে আপনাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে আমার লাইট যেন কেউ চুরি না করে। আপনাদেরকে দেখতে হবে সেটা। আমার লোক রাস্তায় ড্রেইন পরিষ্কার করে তারপর আরেকজন এসে ড্রেইনের উপর দোকান বসায়।

চট্টগ্রাম শহরের ড্রেইন এখন ডাসবিন হয়ে গেছে। এটার জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। শুধু সরকারী কর্মকর্তা, নেতা, মন্ত্রী, এদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে কাজ করার জন্য। ডাক্তার নুরুল ইসলাম একজন চলে গেলে আর যদি ডাঃ নুরুল ইসলাম সৃষ্টি না হয়, তাহলে কি এই হেলথ কমপ্লেক্স চলবে না? তাই আমি বলব ডাক্তার ভাইদের কাছে, ক্লিনিক বন্ধ করুন, ক্লিনিকে যাওয়া বন্ধ করুন। মেডিকেল হাসপাতালে আপনারা আপনাদের সব ব্রেইন আপনাদের উইজডম কাজে লাগান। আমরা আপনাদের সাথে আছি। সমস্যা সমাধান আমরাই করব। আমরা জনগণের সরকার। আমাদের কাছে কোন হাইডেনসিক নাই। আমরা ওপেন। আমাদের কি ফান্ড আছে? আমরা কি কাজ করছি। আমরা জনগণকে বলে দিই, সব বিরোধী দলকে বলে দিই বাবা এই টাকা আছে। আর এই মনবৃত্তি নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য এখানে শেষ করছি । খোদা হাফেজ।

ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ভাষণ

শায়লা চৌধুরী
দ্বিতীয় বর্ষ ছাত্রী

মাননীয় সভাপতি, মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী, আই.এ.এইচ.এস এর চেয়ারম্যান ডাঃ নূরুল ইসলাম, একাডেমিক কাউন্সিল এর ডাইরেক্টর প্রফেসর ছিদিক উল্লাহ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ।

আই.এ.এইচ.এস এর জন্য আজ বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য দিন। আজ আমাদের এই প্রতিষ্ঠান এর প্রশাসনিক কাজ কর্মে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হতে যাচ্ছে। আই.এ.এইচ.এস বলা যায় একেবারে অত্যন্ত নতুন একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির হাতে খড়ি আমাদেরকে নিয়ে শুরু হয়েছে। আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত গর্বের সহিত জানাচ্ছি, এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথম ব্যাচের একজন ছাত্রী হিসাবে আমি গর্বিত। প্রতিষ্ঠানটি আজ গুটি গুটি পায়ে আমাদেরকে নিয়ে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী যারা এই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাণবীস, তাদের পক্ষ থেকে আমি কিছু বলছি। আমাদের আজ এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, গত মাসের ১৮ তারিখের কথা যেদিন বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠানটির হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার জন্য। মন্ত্রী মহোদয় সেদিন ওয়াদা করে ছিলেন তিনি আমাদের ছাত্রী নিবাসের ব্যবস্থা করবেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, মন্ত্রী মহোদয় এক মাস যেতে না যেতেই তাঁর সেই ওয়াদা পুরণ করেছেন। তিনি আজ আবার আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এই ছাত্রী নিবাসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার জন্য। মন্ত্রী মহোদয়ের এত কাজের মাঝে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে যে মনে রেখেছেন এবং তাঁর প্রথম ওয়াদা আদায় করেছেন তারজন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এই ভাবে যদি আমাদের প্রতিষ্ঠানটি চলতে থাকে বর্তমান সরকার এবং মন্ত্রী মহোদয়ের আর্শিবাদে, তাদের স্নেহের আশ্রয়ে যদি আমরা চলতে পারি, তা হলে আমার আশা যে, এই প্রতিষ্ঠান থেকে বের হবে ভবিষৎ প্রজন্মের চিকিৎসা বিজ্ঞানের শান্তির আলো। মন্ত্রী মহোদয় আমাদের সবসময় মনে রাখেন

এবং তিনি যদি আমাদের অভিভাবক হিসাবে, আমাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে যদি থাকেন তবে আমরা আশা করবো এই প্রতিষ্ঠানটি একদিন উন্নতির শিখরে পৌছতে পারবে। আমি আর কিছু বলতে চাই না। উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

পরিচালকের ভাষণ

অধ্যাপক ছিদ্দিক উল্লাহ
পরিচালক, আই.এ.এইচ.এস

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ বীর বিক্রম, উপস্থিত সুধীবৃন্দ।

আজকের এই অনুষ্ঠানে বসে আমার মনে পড়ছে, তিন বৎসর আগে আমরা যখন এখানে আই.এ.এইচ.এস প্রোগ্রাম আরম্ভ করি, তখন আমাদের এই ইনস্টিটিউটে শতকরা ৪০% ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। এখন প্রায় প্রতিবারেই ৪০% করে ভতি হচ্ছে। কিন্তু তিন বৎসর আগে যখন আই. এ.এইচ.এস কার্যক্রম আরম্ভ করি, তখন আমাদের শ্রদ্ধেয় গার্ডিয়ানদের বলেছিলাম যে, আমরা ছাত্রী এবং ছাত্রদের জন্য কোন আবাসিক ব্যবস্থা করতে পারবো না। কিন্তু মানবতার খাতিরে যে সমস্ত ছাত্রীরা দূর দূরান্ত থেকে এখানে এসেছে লোকাল গার্ডিয়ান হিসাবে ওদের থাকার জন্য আমাদের গৃহ সংস্থান করতে হয়েছে এবং করেছি এবং যেটা করেছি সুদুর পাঁচলাইশ। যেখানে আমি থাকি, তার পার্শ্বে একটি সাবফ্লেট ভাড়া করে মেয়েদেরকে তখন সেখানে রাখি। এমন করে এই পর্যন্ত আমাদের মেয়েরা কেউ পাঁচলাইশ থেকে কেউ নাছিরাবাদ থেকে, অনেক কষ্টে বৃষ্টিরোদ মাথায় করে এই ইনস্টিটিউশনে পড়াশুনা করছে।

আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি যিনি এখন থেকে আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, উনি গত ১৮ জুলাই যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তাহা আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে দেখে, আমি নিজে ভীষণভাবে আনন্দিত হয়েছি। আমার মনে হয় আমার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ গার্ডিয়ানবৃন্দ, তথা সবাই অভিভুত না হয়ে পারেন না। আমারা আশা করবো আমাদের মাননীয় অতিথির মত একজন পৃষ্টপোষক পেলে, আমরা আমাদের উত্তরণে এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরও সক্রিয় করার জন্য হৃদ্যতাপূর্ণ সহায়তা লাভ করবো। আমি আমাদের আজকের মিটিং এর সভাপতির সাথে তাল মিলিয়ে বলবো এই মহূর্তে আমাদের ছাত্রীদের জন্য শুধু একটি সুরাহা হলো, এখন আমাদের ছাত্ররাও

আছে। তাদের জন্যও আপনি একটু ভাবুন। আমাদের গার্ডিয়ান জাতীয় অধ্যাপক সাহেব এবং আপনি। দুইজনে মিলে এটার একটা উপায় বের করুন। আপনি বলেছেন যে আপনার দ্বার খোলা, দরখাস্ত দিলে এলোটমেন্ট পাওয়া যাবে, সুতরাং আমরা আপনার এই কথায় সাহস পেয়ে আপনার কাছে, এই দরখাস্ত রাখলাম। ছাত্রদের জন্য একটা কিছু করুন। আপনার এই উপকারিতার কথা স্বীকার করে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আজকে আপনার অনেক গুরুত্বপুর্ণ কাজ রেখে এখানে এসেছেন, এই জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

উপস্থিত সুধীমন্ডলী

আপনারা এখানে কষ্ট করে এসেছেন আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য। এইজন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ।

শুভেচ্ছা ভাষণ

অধ্যাপক এম. এন. আমিন
একাডেমিক কাউন্সিল এবং
সিনেট সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আজকের এই মহতি সভার সন্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান মুক্তিযোদ্ধা যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল অলি আহমদ, চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, সম্মানিত জনগণের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এসেম্বলির মেম্বার বৃন্দ, আজকের সভায় উপস্থিত সম্মানিত সুধীবৃন্দ আচ্ছালামু আলাইকুম।

আমি চট্টগ্রামেরই একজন ডাক্তর। এখানে শিক্ষকতা করে ঢাকায় গেছি মাত্র নয় বৎসর, অর্থাৎ আমার কর্মময় জীবনের বিরাট অংশ চট্টগ্রামে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই এ সম্বন্ধে জানি। তবে যেহেতু ঢাকায় ছিলাম একান্তভাবে জড়িত হতে পারিনি। বোধ হয় গত কয়েক সপ্তাহ আগে হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন যোগাযোগ মন্ত্রী, আমাদের প্রধান মন্ত্রী সাহেবার পক্ষে। আমার ও আসার কথা ছিল কিন্তু বিদেশ যাওয়ার কারণে আসতে পারিনি, তাই আজকে এই সভায় যোগদান করতে পেরে আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মেম্বার হিসাবে যোগদান করেছি বোধ হয় চার পাঁচ মাস হলো। প্রথম যেদিন আমি যোগদান করেছি সেদিন থেকে আই.এ.এইচ.এস এর রিকগনিশান নিয়ে একটা একাগ্রতা ছিল। আইন অনুসারে এই কলেজটি'র রিকগনিশান পাওয়ার জন্য কিছু জিনিসের অভাব ছিল। সেইগুলো শুদ্ধিকরণ করার জন্য একটা চিঠি লিখে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রেখে দিই। আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে, আজকে দেড় মাস ও হয়নি এর মধ্যে একটা সদ্য চারা গাছ একটা বৃক্ষরূপে রূপায়িত হতে যাচ্ছে। প্রায় আমি এখান দিয়ে যাই, যেহেতু আমি চক্ষু হাসপাতালের সাথে জড়িত। কলেজ বিল্ডিং সমাপ্ত প্রায়, হসপিটালের বিল্ডিং শুরু হয়েছে, হোস্টেল হতে যাচ্ছে।

আমি মনে করি আমি একজন ডাক্তার হিসাবে এবং একজন ডাক্তার শিক্ষক হিসাবে, ডাক্তারী বিদ্যাটা অন্যান্য শিক্ষা শাখা থেকে একটু ভিন্ন। কারণ এটার দেশে এবং বিদেশে রিকগ্ণিশান এর দরকার হয়। শুধু ডিগ্রী দিয়ে কিছু হয়না। সেজন্য এটার কিছু আনুসঙ্গিক জিনিস অন্যের চেয়ে বেশী কড়াকড়ি ভাবে দেখা প্রয়োজন। সেই হিসাবে এই সু-প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছে এবং হতে যাচ্ছে। আমার মনে হয় আগামী মিটিং এ আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারব যে,আই.এ.এইচ.এস কে রিকগ্নিশান দেয়ার জন্য আমাদের এখন কোন অসুবিধা নাই। এই কথা আমি সত্যিকার ভাবেই বলছি। কারণ আমি কারও খুশি করার জন্য কোন দিন কিছু করি না। এটাযে একটা ভাল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত হতে যাচ্ছে তারজন্য আমরা বিদেশেও আমাদের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য অনেক সুযোগ পাব। একজন চিকিৎসক হিসাবে, একটা চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষক হিসাবে, চট্টগ্রামের একজন অধিবাসী হিসাবে আজকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি নিতান্ত গর্ভবোধ করছি। আমি এর আগামীতে আরও উন্নতি কামনা করে এবং এর সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

অধ্যাপক মাহবুব কামাল চৌধুরী
সভাপতি, বাংলাদেশ কিডনী ফাউন্ডেশন

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ, বীর বিক্রম, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীন অধ্যাপক নুরুন্নবী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং আই.এ.এইচ.এস এরছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলতে বলায় আমি কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু বলতে যাচ্ছি, বিকেএফ এর একজন প্রতিনিধি হিসাবে। এই ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে আমাদের বিকেএফ এর কিছু নাই। তবে যুক্তি তর্কের মধ্যে যেটা হচ্ছে আজকে আমরা সামান্য একটু জায়গা পাব আমাদের বিকেএফ এর একটা হাসপাতাল করার জন্য। এই ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে যিনি প্রধান অতিথি, বিকেএফ এর এই জায়গাটুকু তারই সাহায্য, তারই সহযোগিতায় আমরা পাচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার উদ্দেশ্য বিচার করবেন আল্লাহ, কিন্তু আপনার কর্মের জন্য চট্টগ্রামবাসী আপনাকে চিরদিন মনে রাখবে।

বিকেএফ সম্বন্ধে আপনারা কতটুকু জানেন আমি ঠিক জানি না তবে খুব সংক্ষেপে বিকেএফ সম্বন্ধে দুই চারটা কথা বলবো। বিকেএফ অর্থ বাংলাদেশ কিডনী ফাউন্ডেশন, এর জন্ম হয় ১৯৮০ সালে ২রা জানুয়ারী। প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগান একজন ইঞ্জিনিয়ার রসিদুন্নবী, যিনি আবুধাবী থাকাকালিন একটা কিডনী অকেজো হয়ে যায়। ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে বিকেএফ, সমাজ কল্যাণ বিভাগ এ রেজিষ্টেশন নিয়ে কাজ শুরু করে। কাজটা ছিল খুবই বড়। অনেকে এর সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। মাত্র কয়েকজন লোক এর কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যান। অসুবিধা ছিল প্রচুর। চলার পথে অকৃতকার্য্যকারিতা ও ছিল। আমাদের কর্মীরা ছিল নিরবকর্মী। প্রচারণার চাইতে তারা নিরলস কাজ করে যাওয়াটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অকৃতকার্য্যকারিতা থেকে সফলতা অর্জনের পথ বের করার চেষ্টা করেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে বিকেএফ আজ অনেকটা সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এ ডাইলাইসিস প্রথম বিকেএফ এর সহযোগিতায় শুরু হয়। এখন নিয়মিত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ডাইলাইসিস হচ্ছে। এই বিকেএফ সেন্টার থেকে অনেক ডাক্তার টেনিং প্রাপ্ত হয়েছে। যারা ঢাকায় দুই একটা ক্লিনিকে ও ডাইলাইসিসের কাজ করছে। আমি গর্ববোধ করবো অল্প খরচে জীবন রক্ষাকারী এই কর্মসূচীকে কিভাবে চালু রাখা যায় এই ব্যাপারে আমাদের বিজ্ঞানীরা এবং কর্মীরা সদা সজাগ চেষ্টা করে গেছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট এর সহকারী অধ্যাপক ডাঃ এমরান বিন-ইউনুচ বিকেএফ এর একজন বিশিষ্ট কর্মী। ডাইলাসিসের ক্ষেত্রে তার অবদান এবং আবিষ্কারের জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক সোসাইটি অফ ডায়ালাইসিস এ তাকে সদস্য পদ দেয়া হয়েছে। এইটা নিশ্চয় আমাদেরই গৌরব। বিকেএফ একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাসেমের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। মোট কথা আমাদের বিকেএফ, এর পেছনে যারা কাজ করে যাচ্ছেন তারা হচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজ। এখন চট্টগ্রামের ডায়ালাইসিস রোগীদের ঢাকা যাওয়ার প্রয়োজন নাই। এতে খরচ ও কমে এবং তাদের দ্বারপ্রান্তে জীবন রক্ষকারী এই ব্যবস্থা তারা পাচ্ছে।

দেশবাসী এখন ঠিকই কিডনী রোগ সমন্ধে সচেতন। এটা বিকেএফ এর দান। বিগত ঘূর্ণিঝড়ে ডায়রিয়া রোগীদের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় আমরা এটাও সমাধান করি। তথাপি প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বিকেএফ বিশেষভাবে প্রচার করেছে। এতে সাড়া ও পাওয়া গেছে প্রচুর। এই সতর্ক বাণী আমাদের চট্টগ্রামের প্রেস, ঢাকার প্রেস বিনা পয়সায় ছাপিয়েছেন। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিকেএফ, আলাদা একটা প্রতিষ্ঠান। ইনশাল্লাহ এর সফলতা দিন দিন বাড়বে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে এই জন্য সাময়িকভাবে এক জায়গায় ক্লোজ ইউনিট আছে। আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, সাহায্য করার চেষ্টা করেছি ভবিষ্যতেও আমাদের সাহায্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের জন্য অব্যাহত থাকবে।

আমরা প্রথম থেকে আমাদের এটা নিজস্ব হাসপাতালের কথা ভাবছিলাম। আজকের দিনটি আমাদের জন্য বড় শুভদিন। হাসপাতালের জন্য আমরা আজ কিছু জমি পাব। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আজ আমরা কৃতজ্ঞ। চট্টগ্রামবাসী এই বিকেএফ এর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হলে উনার নাম সবসময় স্মরণ রাখবেন। আমাদের এই যাত্রাপথে আমি আপনাদের দোয়া, সহানুভুতি ও সাহায্য কামনা করি। ইনশাল্লাহ আমরা সফল হবো ।

খোদা হাফেজ।বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

কিডনী ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক মাহবুব কামাল চৌধুরী মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীকে ফাউন্ডেশনের সনদপত্র উপহার দিচ্ছেন। পিছনে দাঁড়িয়ে ফাউন্ডেশনের সচিব ডাঃ ইমরান-বিন-ইউনুস, আড়ালে জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নূরুল ইসলাম।

মহিলা হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের একাংশ।

সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ

ডাঃ ইমরান বিন ইউনুস
বাংলাদেশ কিডনী ফাউন্ডেশন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী, মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় সভাপতি, জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম এবং বিশিষ্ট সুধীমন্ডলী, আজকের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম

আজ আমার বলার কিছু নেই। কারণ আজ আমার অনুভূতি অন্যরকম। এজন্যে সর্বপ্রথম আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাতীয় অধ্যাপক নূরুল ডাঃ ইসলামকে। এই ফোরাম বাংলাদেশ কিডনী ফাউন্ডেশনের ফোরাম নয়। সারাটা জীবন তিনি যা প্রাকটিস করেছেন আমরা যাঁরা তার পোষ্টগ্রাজুয়েট ষ্টুডেন্ট ছিলাম তারা বুঝতে পেরেছিলাম তিনি শুধু নিজে সফলতার শীর্ষে আরোহন করেননি, অন্যদের ও সেখানে পৌছতে সাহায্য করছেন। তিনি এক সিংহ হৃদয় মানুষ বটে। তাঁর অনুষ্ঠানের মাঝে বিকেএফকে কথা বলার জন্য যে সুযোগ করে দিয়েছেন সেজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবো না। ছাত্র আর শিক্ষকের মাঝখানে কৃতজ্ঞতা বোধ থাকতে পারে না। শোধের ব্যাপার থাকতে পারে না। এমন কিছু কিছু ঋণ আছে যা সারাটা জীবন বয়ে বেড়ানোই ভাল।

এখন আমি মাননীয় প্রধান অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এমুহূর্তে (আমি যখন কথা বলছি) সিঙ্গাপুর থেকে ভ্যালোর পর্যন্ত বাংলাদেশের কিডনী রোগীরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। এই টাকার কোনটাই বৈধভাবে উপার্জিত নয় এবং দেশের অর্থনীতিকে উল্টে দিচ্ছে এই কালো টাকা গুলো।

১৯৮৬ সালের ২৩ শে মার্চ এই জায়গাটুকু বরাদ্ধ দেয়া হয়েছিল কিডনী ফাউন্ডেশনকে। মাননীয় মন্ত্রী, যারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের কাছে আমি অনুরোধ জানাবো কেন ১৯৮৬ সালের ৫ই মার্চ থেকে আজকে ১৯৯১ সালের

১৩ই আগস্ট পর্যন্ত সময় লাগলো এই জায়গাটুকু হস্তান্তরে। কার দোষে, কোন পাবলিক সার্ভেন্টের দোষে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি মুহূর্তে চলে যাচ্ছে, অথচ এ দেশের মাথা পিছু আয় হচ্ছে ১৭৫ ইউএস ডলার। তার জবাব কি জনগণ চাইতে পারেনা? এর জবাব কি চাইবার অধিকার আমাদের নেই।

এখনো প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে এই দেশটার। শুধু একটি রোগের জন্য, কি অভাগা এ দেশ কি অভাগা। কই আমাদের কোন সচিবের গাড়ীর পেট্রোল ত বন্ধ হয়না। আমি একজন পাবলিক সার্ভেন্ট। কই আমার বেতন তো বন্ধ হয়না। যাই হোক আমি অন্যদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমরা সার্ভে চালিয়েছিলাম বিভিন্ন স্কুলে। কি ভয়াংকর প্রতিবেদন। স্কুলগুলোর২০ ভাগ ছাত্র এমন কোন না কোন রোগে ভুগছে যা ১৫–২০ বছর পর তাদের অঘটন ঘটাতে পারে, এবং তাদের সবাইকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় কোটি কোটি টাকা লাগবে প্রতি বছর। আমি কল্পনা করতে পারছিনা।

এজন্যে আমরা শুরু করেছি কম্যুনিটি নেফ্রালজি প্রোগ্রাম। তার মূলকথা হচ্ছে কিডনী রোগ প্রতিরোধ। এবং সেই প্রিভেনশনের জন্য আবার ঘুরে ফিরে যাচ্ছি সেই ছিয়াশিতে। তখন একটা অর্ডার হয়েছিল। একটি নোবেলটি মিডিয়া দরকার। মানুষকে জানানোর জন্য। আজকের কিডনীর ব্যাপারে কিছুটা মানুষ জানে। আমি এটুকু বলতে পারবো কিডনী রোগের ৬টি সতর্ক সংকেত যুক্ত যে পোস্টারটা কিডনী ফাউন্ডেশন ছেড়েছিল আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের সহযোগিতায় তা আজ বহু লোক জানে। সে দিনও রেলওয়েতে একটা ডিসিশন হয়েছিল ইন্টারসিটি ট্রেনের টিকেটে ৬টা সতর্ক সংকেত চাপানো হবে। সেটাও হারিয়ে গেল– কেন জানিনা। অথচ স্টার সিগারেটের বিজ্ঞাপন আমরা দেখতে পেয়েছি। হয়তবা এইজন্য রেলওয়ে হারাত তার ৪–৬ লাখ টাকা। কিন্তু বিনিময়ে, বাংলাদেশের জনগণের কয়েক মিলিয়ন ইউএস ডলার বেঁচে যেতো।

যাই হোক, আমি আজকে প্রসঙ্গ বড় করছিনা। আমি শুধু মনে করছি আজ থেকে এক যুগ আগে কিছু তরুণ যারা এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পাস করেনি, মেডিক্যাল কলেজ ক্রস করেনি, তারা কিছু কিডনী রোগীর প্রেরণায় একটি সংঘটন দাঁড়া করেছিল। তারা মেডিক্যাল কলেজের মাঠে বসে বসে ভাবতো কি করে কিছু করা যায়। যাদের সামনে ছিল শূন্যতা, কিন্তু তাদের জানা ছিল ইতিহাস।

মাননীয় প্রধান অতিথি

আমি কথাগুলো বল্লাম আমার মনের অনুভূতি থেকে। কিডনী ফাউন্ডেশন কোথায় যাবে কিভাবে যাবে জানিনা। কিন্তু দেশকে বাঁচানো জন্য, এদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন এর জন্য, আমাদের অহমিকা ত্যাগ করতে হবে। দেশকে ভাল বাসতে হবে। একে তুলে আনতে হবে। এ জন্যে একটিই হাতিয়ার স্কুড্রাইভার ও বিজ্ঞান।

এই ডায়াসে আমার তিন শিক্ষক আছেন। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট লেভেলের। তারাই আমাদের মাথাটি খুলে দিয়েছেন। আমরা জানিনা কতটুকু পারবো। তবে আমরা চেষ্টা করবো। সেই কবির কথায় আমি শেষ করছি।

''অলৌকিক আনন্দের
বিধাতা যাহারে
করেন দান
তার বক্ষে বেদনা অপার।"

সভাপতির ভাষণ

ডাঃ এ. এফ. এম ইউসুফ
ভাইস চেয়ারম্যান, আই.এ.এইচ.এস

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম,

আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী বীর বিক্রম কর্ণেল অলি আহমদ সাহেব, আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এডভোকেট মীর নাসির উদ্দীন, আমাদের আই. এ. এইচ. এস এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় মেডিসিন অনুষদের ডীন ডাঃ নুরুন্নবী, সিনেট সদস্য ডাঃ নুরুল আমীন, কিডনী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট মাহ্‌বুব কামাল চৌধুরী, সম্মানীত সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপস্থিত সুধী মন্ডলী, আচ্ছালামু আলাইকুম।

আজকের সভাপতির ভাষণ এই রকম একটা মধুময় সমাবেশের হবে আমি তা কল্পনা করতে পারি নাই। আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথির বক্তব্যের পরে আর কিছু বলার অবকাশ নেই। মানুষের মৌলিক অধিকার একটু জায়গা, বাসস্থান। কবি বলেছেন, ধন নয়, মান নয়, এতটুকু আশা, শুধু ভালবাসা। সেই ভালবাসা আজকে আমাদের ইনস্টিটিউটের মেয়েরা পেয়ে গেছে। এরচেয়ে বেশী অনুভূতি আর কিছু হতে পারে না। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীকে আমি বলবো আমাদের মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে যেন ছেলেদের ও না ভুলেন, তাদেরও সংগে সংগে জায়গা করে দিতে।

আজকে আমি সত্যই সৌভাগ্যবান, তিন জন কর্মবীর আজকে যতগুলি কথা বলেছেন এইগুলি বাস্তবায়নের জন্য যে উপাদানের প্রয়োজন সে উপাদানগুলি আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের প্রদান অতিথি যার কথা বলার দরকার হয় না কাজের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ দিলেন। তিনি বলেছিলেন যদি জায়গা দরকার হয় বরাদ্ধ পত্র নিয়ে যাবেন হাতে হাতে। তিনি সেভাবে কাজ করেছেন এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়ে গেছে। এডভোকেট মীর নাসির উদ্দীন চট্টগ্রামের মেয়র হয়েছেন মাত্র তিন মাস কি চার মাস। অন্তত এর মধ্যে জনসাধারণ, প্রশাসন এবং চট্টগ্রামের অধিবাসী বুঝতে পেরেছে, যে চট্টগ্রামে একজন

মেয়র আছেন, একটা পৌর প্রতিষ্ঠান আছে। তার কাজের মাধ্যমে সেটাই প্রমাণ করেছেন।

প্রশাসনের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি শুধু এক দুই দিনের অবৈধ দখলদারী নয়, একশত বছরের অবৈধ দখলদারীদের উচ্ছেদ করে, চট্টগ্রাম জামে মসজিদে কমপ্লেক্স তৈয়ার করে গেছেন। তিনি হলেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় প্রশাসক জনাব ওমর ফারুক সাহেব। আমি বিশ্বাস করি এই তিন শক্তি যদি কাজ করে এবং ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সন্মানিত সংসদ সদস্য বৃন্দ, যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা যদি সাহস যোগান এবং মদদ যোগান তা হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, মেয়র সাহেব বলেছেন তিন দিনে লাইট লাগবে। আমি মনে করি তিন মাসের মধ্যে এই রাস্তা ৪০ ফিট হতে কোন বাঁধার সৃষ্টি হতে পারবেনা। আসলে এই জিনিস গুলি আমরা চাচ্ছি এগুলিত আমাদের জন্য নয়, আমরা উপকৃত হবো অবশ্যই। কিন্তু এই রাস্তায় যে চলাচল, সে যোগাযোগ হচ্ছে অলটার নেটিব ফিডার রোড হিসাবে। পোর্ট কানেকটিং রোড যেমন দক্ষিণ চট্টগ্রামের বন্দর থেকে ঢাকার দিকে রাস্তা করেছে অনুরূপ উত্তর চট্টগ্রামের উত্তর দিক থেকে একটা বিরাট রোড অবশ্যই প্রয়োজন। আমি যতদুর জানি চট্টগাম ডেভেলআফমেন্ট অথরিটির প্লেনে এটা আছে। সেই প্লেনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে অনেকে ইতিমধ্যে অবৈধ দখল করে নিয়েছে। কিন্তু যে টুকু আছে, সেটুকু যদি আমরা সদ্ব্যবহার করতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বঞ্চিত হবে। এটার দায়িত্ব এই নির্বাচিত সরকারের।

সম্মানিত বন্ধুগণ আজকে আমাদের দেশে একটি নির্বাচিত জবাবদিহি মূলক সরকার আছে। এই সরকার আপনারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। আপনাদের ভোটে আজ তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন। এই জনগণের নির্বাচিত সরকার আপনাদের সন্তান–সন্ততীর মত। আপনারা যেমন নিজেদের সন্তান সন্ততিকে লালন পালন করেন, তার জন্য সেক্রিফাইস করেন, ত্যাগ স্বীকার করেন, তাদের স্কুল কলেজে পড়াবার জন্য, তেমনি সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপনাদের সাহায্য করতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে। তবে আপনাদের ত্যাগ সার্থক হবে।

চট্টগ্রামের এই অঞ্চল তথা চট্টগ্রাম রেলওয়ের এই অঞ্চলটাকে সৌন্দর্য্যের রাণী বলা হতো, সত্যিই সুন্দর ছিল। স্বাভাবিক সু–সজ্জিত এই এলাকা যদি কোন ব্যক্তি মালিকানায় চলে যায় এইখানে সৌন্দর্য্য থাকবেনা। এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন ইতিমধ্যে, কিন্তু এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কেউ যদি গড়ে তাহলে এটা দেশের জন্য যেমন মঙ্গলজনক হবে বিদেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণের জন্য

এখানে এসে সময় কাটাবে, এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করবে। হয়ত সেদিন বেশী-দূরে নয়, যেদিন বেলুনের মত বাংলাদেশের এই চট্টগ্রামে পাহাড়তলী ফয়েজ লেক এলাকায় সমস্থ ডিস্ট্রিকের লোকজন চিকিৎসার জন্য আসবে। আমরা সেই ব্যবস্থা রেখেছি। আমি আর বেশী সময় নষ্ট করবো না, আপনারা এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং যে স্বপ্ন আমরা সবাই মিলে দেখেছি, সেই স্বপ্ন ইনশাল্লাহ্ কোনদিন বাস্তবে রূপদান করবে, এই আশা রেখে শেষ করছি।

খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

একাডেমিক কাউন্সিল

চেয়ারম্যান
জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম
এমবি, কলি; টিডিডি, ওয়েলস; এফসিপিএস, পাক; এফসিসিপি, ইউএসএ; এফআরসিপি, এডিন; এফআরসিপি, লন্ডন; এফএএস।

ভাইস চেয়ারম্যান
অধ্যাপক রবিউল হোসেন
এমবিবিএস, ঢাকা; ডিও, লন্ডন; এফআরসিএস, ইংল্যান্ড; এফসিপিএস।

সদস্য

ডাঃ এ.এফ.এম.ইউসুফ
এমবিবিএস, ঢাকা; ডিটিএম এন্ড এইচ এডিন; এফআরসিপি, এডিন; এফসিপিএস।

অধ্যাপক নূর–উন–নবী
এমবিবিএস, ঢাকা; ডিটিএম এন্ড এইচ; এফআরসিপি.এডিন; এফসিপিএস
ডীন, ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক পি.বি.রায়
এমবিবিএস, ঢাকা; এফআরসিএস, এডিন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
এমবিবিএস, ঢাকা;এমফিল.পাক; পিএইচডি, ইউএসএ।

অধ্যাপক এ.এফ.এম.আমিনুল ইসলাম
এমবিবিএস, ঢাকা; এফআরসিপি, গ্লাস; এফআরসিপি, লন্ডন;এফসিসিপ, ইউএসএ।

অধ্যাপক ফজলুল কাদের
এমবিবিএস, ঢাকা; ডিটিএম এন্ড এইচ, এডিন; এফসিপিএস, এমআরসিপি, এডিন; এফসিসিপি, ইউএসএ; এফআরসিপি, এডিন।

ডাঃ মইনুল ইসলাম মাহমুদ
এমবিবিএস, চট্টগ্রাম; এমসিপিএস, ঢাকা; ডিগাষ্টৌ, ভিয়েনা।

সদস্য সচিব

অধ্যাপক সিদ্দিক উল্লাহ
বিএসসি (অনার্স), এমবিবিএস, ঢাকা; এমফিল, পাক; এফসিপিএস।

গভর্নিং বডি

চেয়ারম্যানঃ
জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম

ভাইস চেয়ারম্যানঃ
ডাঃ এ.এফ.এম. ইউসুফ

সদস্য

অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমদ
অধ্যাপক কে.এম.ফরিদ উদ্দিন
প্রকৌশলী আফসার উদ্দিন আহমদ
জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী,এমপি
জনাব এনায়েত উল্লাহ খান
অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী
জনাব মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
জনাব মোজাফফর হোসেন মিয়া
জনাব এম.এ. সালাম
ডাঃ ইমরান বিন ইউনুস

সদস্য সচিব
অধ্যাপক সিদ্দিক উল্ল্যাহ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁদের সানুগ্রহ সহানুভূতিতে আমরা ৩ বিঘা জমি দান হিসাবে পেয়েছিঃ

কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ বীর বিক্রম, মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ও
পৃষ্টপোষক ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন।
জনাব নুরুল মোমেন খান
সচিব রেলওয়ে বিভাগ ও
আজীবন সদস্য; ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন।

যিনি একটি এম্বুলেন্স দিয়ে আমাদের কাজের গতিতে শক্তি সঞ্চার করেছেন
চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ
মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী

যিনি ইনস্টিটিউট এলাকার অন্ধকার নিরসনে তৎক্ষনাত দায়িত্ব নিয়েছেন এবং রাস্তার সম্প্রসারনে হাত দিয়েছেন।
মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মুদ্রণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা উৎসাহ এবং আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেনঃ

মনফিক আহমদ চৌধুরী

আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম

এ. কাসেম

জাহিদ খান মজলিস

মুদ্রণেঃ মমিন অফসেট প্রেস, ৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫ ফোন- ৫০১৬৫৬

IAHS

আইএএইচএস

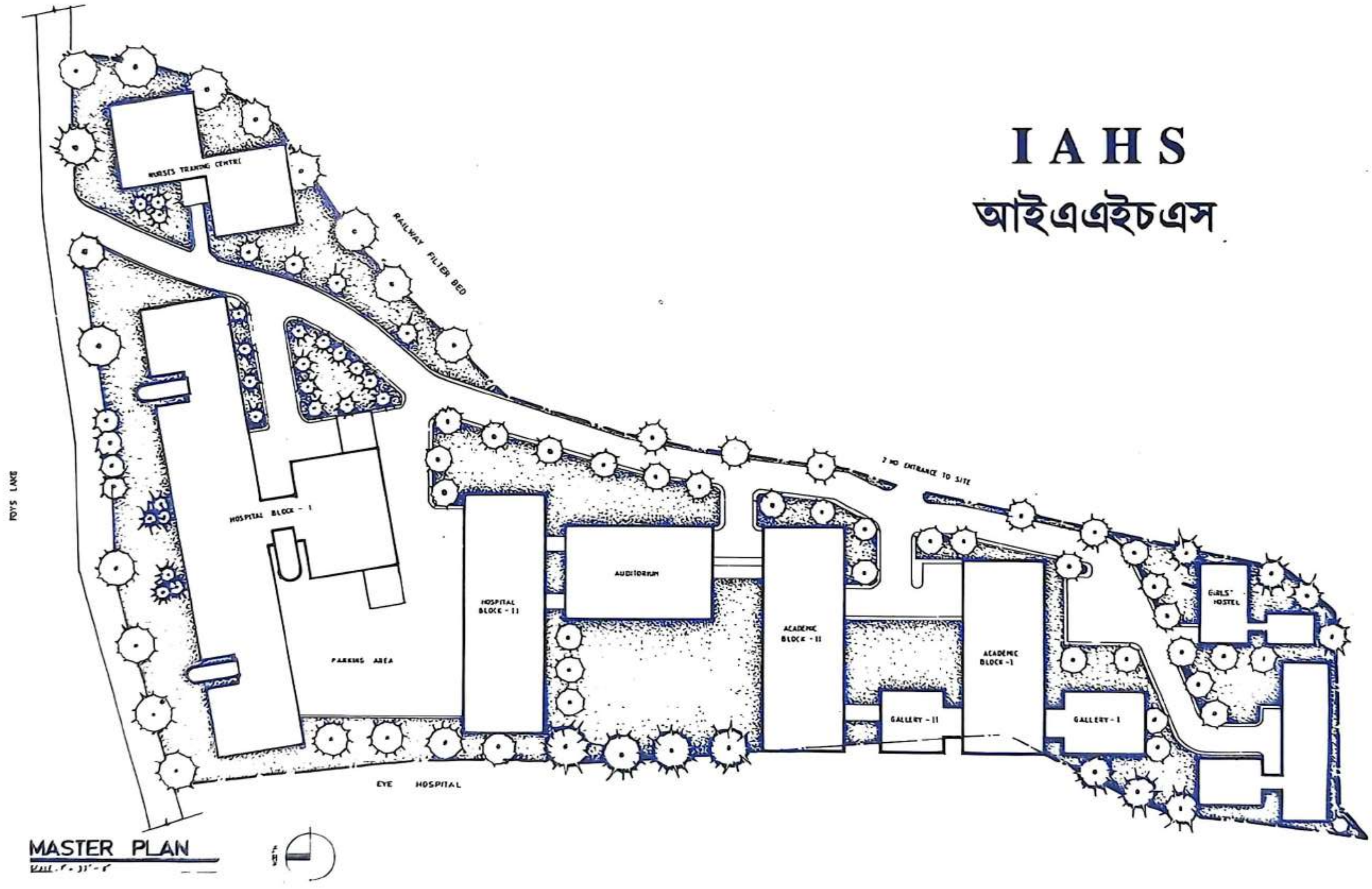

MASTER PLAN